অভিষেক

গীতিকাব্য।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিরচিত

কলিকাতা ;
মহিলা যন্ত্রে মুদ্রিত

বঙ্গাব্দ ১৩২২। মূল্য আট আনা



আজি সে কুমার মাতঃ রাজদণ্ডধর,



পরমশ্রদ্ধাস্পদ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য——

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শর্ম্মা শাস্ত্রি জ্যোতির্ভূষণ-

এফ, টি, এস্, মহাশয় শ্রীচরণেষু।

দেখিয়াছি সাধুজন স্বার্থের সংসারে
ধর্ম্মে অনুরক্তি অর্থে অনাসক্তি যাঁর,—
তবু আছে যশোলিপ্সা প্রাণের মাঝারে ;
কিন্তু, দেব, দেখিনাই তুলনা তোমার !
ছদ্মবেশী দেব তুমি পরের কল্যাণে
করিয়াছ সমুৎসর্গ হৃদয় দয়ার,
দুরারোগ্য-ব্যাধি-ভীত অশান্ত পরাণে
পশে শান্তি একমাত্র পরশে তোমার !
ধন্বন্তরী সুধা ভাণ্ড দিলা কি তোমায় ?

তাইকি দুরন্ত ক্রূর তক্ষকে দংশিত
ভস্মশেষ দ্রুম সম কালগ্রস্ত কায়,
যাদুমন্ত্রে মুহূর্ত্তেই কর সঞ্জীবিত ?
তব গুণে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল আজি,
দাঁড়াইল আয়ুর্ব্বেদ ফল ফুলে সাজি !
চমৎকৃত দেখি কার্য্য তব সাধনার,
বার বার পদে তব করি নমস্কার !

নাহি জানি কোন গুণে বড় ভাল বাস
কবিতা আমার !
সেই সে সাহসে আজি
পূরি 'অভিষেক' সাজি
নির্গন্ধ কুসুম রাজি
আসিয়াছি শ্রীচরণে
দিতে উপহার !
ধর গুরু ধর দেব,
ভক্তি পুষ্পভার !

অশুদ্ধি পত্র ।

— ঃ০ঃ —

অশুদ্ধ ঃ—	শুদ্ধ ঃ—	পৃষ্ঠা ঃ—
শীল্পীকুল	শিল্পিকুল	দ্রষ্টব্য পত্র ।
ভূবন	ভুবন	৪, ৭, ৩৭, ৬৫
ইন্দ্রপ্রস্থরানী	ইন্দ্রপ্রস্থরাণী	৭
স্বসে	শ্বসে	১৩
সরাসন	শরাসন	২১
শশঙ্কিত্ত	সশঙ্কিত	২২
মনিষীগণ	মনীষীগণে	২৩
শান্ত	সান্ত	২৫
কল্যানে	কল্যাণে	২৪
সুকলান	সুকল্যাণ	৩০
করুনা	করুণা	৩০
তারিনী	তারিণী	৩০
স্বরূপিনী	স্বরূপিণী	৩০
দুর্গপাসে	দুর্গপাশে	৩১
রাজধানি	রাজধানী	৩১
কুমারীকা	কুমারিকা	৩৩
মধুবানি	মধুবাণী	৩৯
গাহক	গায়ক	৪৪
মুকুতামণ্ডিভ	মুকুতামণ্ডিত	৪৭
জ্বয়	জয়	৪৯
তরিতে	ত্বরিতে	ঐ
ক্ষীন	ক্ষীণ	৫৭
ম্রয়মান	ম্রিয়মাণ	৫৯

অশুদ্ধ :—	শুদ্ধ :—	পৃষ্ঠা :—
পিষাচিনী	পিশাচিনী	৬০
হর্ম্ম	হর্ম্ম্য	ঐ
প্রস্থি	গ্রস্থি	৬১
রৌবরের	বৌরবের	
মলিনী	মালিনী	
ত্রিভূবন	ত্রিভুবন	৬৫
স্বনে	শ্বসে	৬৮
দ্যুলেক	দ্যুলোক	ঐ
স্বসিল	শ্বসিল	ঐ
স্বর্গে স্বর্গে	সর্গে সর্গে	৭১
রূপিনী	রূপিণী	৭২
জনণী	জননী	৭৩
হাহাস্বাসে	হাহাশ্বাসে	৭৫
উঠিযে	উঠিবে	
হৈমাবিভা	হৈমবিভা	
লক্ষন	লক্ষণ	৮৩
নাসিনী	নাশিনী	৮৫
যন্ত্রনা	যন্ত্রণা	৮৮
প্রস্রবন	প্রস্রবণ	ঐ
চীৎকার	চীৎকারে	৮৯
সাপ	শাপ	৯৫
চণ্ডীকা	চণ্ডিকা	৯৬
গাণ্ডিবী	গাণ্ডীবী	৯৯
বাসুকী	বাসুকি	১০০
দুঃশাসণ	দুঃশাসন	১০১
নিস্বন	নিস্বন	ঐ

দ্রষ্টব্য।

"তুলিকা বসন্ত স্পর্শে সু—বর্ণ অনঙ্গ শ্বাসে
মানস নিকুঞ্জে যার সৌন্দর্য্য কুসুম হাসে,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল উষাসম চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার
আজি প্রাচ্য শীল্পরাজ্য নয়ন মেলিয়া চায়,
দাক্ষিণাত্য অলঙ্কার শীল্পীকুল শিরোমণি
ভারত গৌরব আর রবিবর্ম্মা নৃপমণি!"

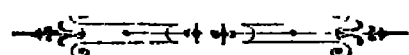
উপরি উদ্ধৃত পংক্তি গুলি ৩৯ পৃষ্ঠায় "মাতৃভক্ত মহাপ্রাজ্ঞ গুণজ্ঞ অসীম" এর পরে বসিবে।

৩৯ পৃষ্ঠায় ৫ম পংক্তিতে "প্রোজ্জ্বল পঞ্চমণি" স্থানে "প্রোজ্জ্বল ছয়মণি" পড়িতে হইবে।

৩৯ পৃষ্ঠায় ১৫শ পংক্তিতে "পঞ্চ রত্নরাগে" স্থানে "ষড় রত্নরাগে" পড়িতে হইবে।

৩৯ পৃষ্ঠায় ১৬শ পংক্তিতে "পঞ্চ শুক্রতারা" স্থানে ষড় "শুক্র-তারা" পড়িতে হইবে।

অভিষেক।



বিলাপ।



অধীর গম্ভীর বিষাদ সিন্ধুর
তরঙ্গে ধরণী টলিতেছিল,
জীমূত নিনাদ নিন্দিয়া কামান
শোকের সংবাদ ঘোষিতেছিল,
বিন্ধ্য হিমালয় ব্যথিত হৃদয়ে
গভীর উচ্ছ্বাসে কাঁপিতেছিল,
জলধি জলদে অবণী অম্বরে
বিষাদ বিপ্লব টলিতেছিল,
রাজরাজেশ্বরী বৃটনের রাণী
স্নেহ পাশ হায়, কাটিয়া গেলা,

হিন্দু মুসল্‌মান জৈন খ্রীষ্টিয়ান
এক হাহাস্বরে গাহিতেছিলা,
অধীর অর্ব্বুদ নর নারী শ্বাসে
শোকের ঝটিকা ছুটিতেছিল,
টেমস্ তরঙ্গে জাহ্নবী প্রবাহে
বিষাদ বাঁশরী বাজিতেছিল,
চির— রবি প্রভান্বিত বৃটীশ ভুবনে
বিঘোর কুজ্ঝটী ব্যাপিয়াছিল,
চির— শশী সমুজ্জ্বল সাম্রাজ্য বিশাল
ঘন অভ্রজালে আঁধার ছিল,—

সহসা উঠিল হাসি প্রশান্ত সুনীল সিন্ধু
আনন্দ লহরী মালা তুলিল তায়,
প্রতিধ্বনি তুলি ঘন কাননে কন্দরে দূর
বৃটীশের ভীম ভেরী বিজয় গায়!
উঠিল হুঙ্কারি হর্ষে গম্ভীর কামান শত,
আনন্দ নিনাদে দ্রুত ভরে বিমান,

জয় রাজরাজেশ্বর জয় জয় এডোয়ার্ড—
জয় জয় মহিপতি উঠিল গান!
উথলে উছলে টেমস্ আনন্দ তুফানে, কিবা
অর্ণব তরণী তালে নর্ত্তনে চলে,
উল্লাসে জগৎবাসী সিন্ধু গিরি মরু তরি
রাজেন্দ্র দর্শনে হের সদলে চলে!
কাটিয়া কুজ্ঝটী ঘন প্রোজ্জ্বল বিভায় পুনঃ
বৃটীশ গৌরব রবি উঠিল ভাতি',
ভেদি গাঢ় অভ্রজাল সুধাকর সুধা ধারা
বরষিল, ধরাতল উঠিল মাতি'!

আনন্দ হিল্লোলে টলিল বসুধা,
আনন্দ বিদ্যুৎ প্রচণ্ড প্রবাহ
স্পর্শিল ভারত, উঠিল নাচিয়া
মুগ্ধ হিন্দুস্থান ভুলি অন্তর্দাহ!
আনন্দে গিরীন্দ্র করিল গর্জ্জন
সহস্র শিখর কর ঊর্দ্ধে তুলি,

বিজয় ঝঙ্কারে মিলাইয়া তান
সহস্র কেশরী গরজিল ফুলি!
বিপুল প্রবাহে সহস্র নির্ঝরে
হিমালয় হর্ষ হ'ল উৎসারিত,
উছলি জাহ্নবী সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র
ভারত ভূবন করিল প্লাবিত!
ফুঁসিয়া সবেগে লক্ষ দিক হ'তে
লোকের লহরী ফেনিল উচ্ছল,
মিলিল আসিয়া গঙ্গোর্ম্মি সৈকতে
আর্য্যরঙ্গস্থল করে টলমল!
রুদ্র নৃত্য সম আনন্দ বিরাট
উঠিলা উল্লম্ফে ইন্দ্রপ্রস্থ বুকে,
কামান হুঙ্কারে বিজয় ঝঙ্কারে
উগারি উল্লাস দিগন্ত মুখে।—

হারাইয়া শ্যাম ধনে
চির হতাশ্বাস সনে

সুনীল গম্ভীর নীরে
যেথায় তাপনী ধীরে
মুহুর্মুহু মর্ম্মোচ্ছ্বাসে
উন্মাদিনী মত কাঁপিতেছিলা,

নীরব গাণ্ডীব ধ্বনি—
অন্তরে প্রমাদ গণি
আঁধার গহন বনে
চির অন্ধকার মনে
যেথা ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী
মহাযোগ মাঝে নিমগ্ন ছিলা,

সেথায় পশিল ধ্বনি,
চির তাপিনী তাপনী
জল তল ত্যজি উঠিলা ভাসি',
যোগ ভঙ্গে ত্বরা করি
ইন্দ্রপ্রস্থ পুরীশ্বরী
যমুনা সকাশে মিলিলা আসি



যমুনা ;—

গিয়াছে যেদিন ফিরিবার নয়,
কিসের এ তবে হয় অভিনয় ?
অসংখ্য কেতন শূন্যোপরে দোলে,
ঝলকে দামিনী গগনের কোলে,
লতিকা প্রসূনে জড়িত সুষমা
হাসে,—মনোলোভা শোভা নিরূপমা !
ত্রিদিব বৈভব আনন্দ কানন
যেনরে মরতে দিল দরশন,
নানারঙ্গে তালে বাজিছে বাদন,
ফিরিছে রঙ্গিনী করিয়া নর্ত্তন !—
গিয়াছে যেদিন ফিরিবার নয়,
কিসের এ তবে হয় অভিনয় ?

ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী ;—

ত্রিদিব বিজয়ী বীরেন্দ্র তনয়
এলো কি অর্জ্জুন ? আইলা কেশব ?

গাণ্ডীব টঙ্কার বাজে কি শ্রবণে?
ওকি শুনা যায় পাঞ্চজন্য রব!
হর্ষ আস্ফালনে ভুমণ্ডল টলে,
জয় সিংহনাদ করে বৃকোদর?
হয় হস্তী ধায় বিদারি ধরণী,
শুনি যুধিষ্ঠির রথের ঘর্ঘর?
বীর পুত্রগণ ওইকি দাঁড়ায়ে?
ওইকি তাদের প্রফুল্ল বদন?
বিপক্ষ বিদারি স্বরাজ্য উদ্ধারি
দুঃখিনী জননী করে অন্বেষণ?
দুঃখিনী দুর্ব্বলা উন্মাদিনী পারা
পরের দাসত্বে রাখিয়া জননী,
ভুবন বিজয়ী জগৎ পূজিত,
কেমনে নিশ্চিন্ত ছিলিরে বাছনি?
কহিয়া এতেক ইন্দ্রপ্রস্থরানী
উন্মাদিনী মত চারিদিকে চায়,
বাহু প্রসারিয়া "আয় বৎস বলি"
হায়রে ক্রোড়েতে লইবারে যায়।

অগ্রসরি ত্বরা নিবারি অমনি
কহিলা বিলাপি তাপিনী তাপনী,—

যমুনা ;—

দুঃখানলে দহি কোটী কল্পকাল
বিকৃত মস্তিষ্ক হ'লকি এখন ?
জাগ্রতে স্বপন হেরিতে লাগিলে—
হায়রে অভাগী ললাট লিখন !
আহা—পাগলিনী হ'লেকি ভগিনী,
কাহারে ডাকিছ ধর্ম্মপুত্র বলি ?
কাল বশে হায়, ইন্দ্র প্রস্থরাণী,
ভুলিলা তনয় আকুল কাকলি ?
"জননী-জননী"— মরমের ধ্বনি
সে সুরের রেশ কই এ শবদে ?
হৃদয় জুড়ান ভক্তি আবাহন
কইতো বাজেনা প্রাণের পরতে ?
উঠিলে সে ধ্বনি তন্ত্রী হৃদয়ের
ঝনন্ ঝনন্ উঠিত বাজি,

প্রতপ্ত শোনিত প্রবল তরঙ্গে
ধমনী ভিতরে উঠিত নাচি!
বাজিলে সে বাঁশি তরঙ্গ আমার
বহিত উজান প্রসূনে সাজি,
সৈকতে সৈকতে নিকুঞ্জ কানন
পাপিয়ার তানে গাহিত আজি,
ছুটিত স্বরগে বাঁশরী ঝঙ্কার—
ঝরিত সঙ্গীত দেব অঙ্গনার,
বর্ষিত অতুল ত্রিদিব মন্দার,
স্বরগের চারু সুধার ভাণ্ডার
উছলি উঠিত শারদ চন্দ্রিমা,
ভাসিত তরঙ্গে সে হাসি ভঙ্গিমা,—
রুদ্ধ হ'ল শ্বাস নীরব যমুনা,
নয়ন নির্ঝরে ঝরিল করুণা,
দগ্ধ স্মৃতি প্রাণে জ্বালিল যাতনা
কহিতে কেশব হারাল চেতনা!
নিস্পন্দ শরীর কম্পিত অধর,
স্থির ঊর্দ্ধ দৃষ্টি বক্ষে যুগ্ম কর!

কতক্ষণে পুনঃ চেতনা সঞ্চার
উছসি উছসি কহিল আবার,—
আমাদের ভাগ্যে যে বাঁশী স্বজনী
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া দ্বাপরের শেষে,
বাজে কি গো আর ? সে সুধা বেনুয়া
চিরতরে সখি নীরব এ দেশে !
ভারত বসন্ত সে শ্যাম কেশব
চির অবসান হ'য়েছে যখন,
ক'রোনাক আশা শুনিবে আবার
কোকিল কূজন—গাণ্ডীব নিস্বন !
কি উৎপাত রাহু হইল উদয়
শান্তি শশধরে গ্রাসিতে আবার !
কি জানি কি নব উপসর্গ চয়
করিবে ভারত ভীতির আগার !
গিয়াছে যে দিন ফিরিবার নয় !
হায়, এ কিসের হয় অভিনয় !



ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী ;—

নহে যদি ভগ্নী, দ্বাপর বিভূতি
ত্রিদিব বৈভব যাহে পরাভব,
কলির আদিত্য বিক্রম কি তবে
প্রকাশে দ্বাদশ ভাস্কর গৌরব!
নবরত্ন মালা অতুল জগতে
বিলম্বিত গলে, অমল ধবল
কৌস্তুভ রতন কবি কালিদাস
মধ্য মনি তায় করে ঝলমল!
শশধরাধিক বদন সুন্দর
শশধর সুধা হইতে মধুর,
বরষে সুছন্দে কবিত্ব মাধুরি,
ধরা ধরে শোভা সুবর্ণ বিধুর!
মৃতসঞ্জীবনী সে সুধা পিয়িয়া
পায় নব প্রাণ ভারত আতুর,
নিরানন্দ ধাম শোকের আবাস
আবার আনন্দে হয় ভরপূর!

কিম্বা দিল্লীশ্বর— পুত্র পৃথ্বীরাজ
দৃষদ্বতী মরু করিয়া বিদার,
উদয় অচলে আদিত্য প্রতিম
বুঝিবা দিল্লীতে উদয় আবার!
নিরখিয়া তাঁয় পঞ্চবিংশ কোটী
ভারত নিবাসী নৃত্য করি উঠে,
ঝাঁঝরি ঝননে মৃদঙ্গ বাদনে
বিজয় রাগিনী চৌদিকে ছুটে!
অথবা প্রতাপ— প্রচণ্ড প্রতাপ—
হিন্দুস্থর্য্যছটা করেছে ধারণ,
বীর পুত্রগণ মাণিক্য বিভায়
প্রকটিছে স্ফুর্ত্তি ঝলসি লোচন!

যমুনা ;—

শুনি অর্থ হীন প্রলাপ তোমার
হাসি আসে দুঃখে কি কহিব আর,
দেখগো ভগিনী চেয়ে একবার—
একি সে ভারত আনন্দ আগার!

অন্ন দে অন্ন দে রব হাহাকার
ভরিয়া উঠিছে ভারত চৌধার,
হেথা কি বাজেগো বসন্ত বিপিনে
প্রেম মাতয়ারা পাপিয়া ঝঙ্কার!
ভারতে পাপিয়া গাহিবেনা আর!
এযে ক্ষুধাতুর প্রেতের আগার,
মুমূর্ষু আবাস পূর্ণ হাহাকার,
হেথায় শকুনি করিবে চীৎকার!
স্বার্থ মন্ত্রে নর দীক্ষিত যেথায়,
হিংসা মহাব্রত উদযাপন তরে
যে ভারতে নর লভয় জনম,
আর কি বীরাত্মা সেথায় সঞ্চরে!
যেথা জয়চন্দ্র মানসিংহ রায়
মহাপাপ বীজ গিয়াছে রোপিয়া,
জনমিয়া সেথা কোটী রক্তবীজ
প্রতি গৃহে শ্বসে কালীয় জিনিয়া!
সেই কোটী কোটী ক্রূরতম কীট
পরস্পরে দংশি বিহরে যেথায়,

পৃথ্বীশ প্রতাপ হায় সে রৌরবে
বিজয়ের ভেরি আর কি বাজায়!
গিয়াছে যে দিন ফিরিবার নয়
হায়, এ কিসের হয় অভিনয়!

ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী ;—

তবে হা, সহসা কেন গো বাজিল
নিরানন্দ ধামে আনন্দ বাজনা?
কেনগো জাগিল মরণের দেশে
উৎসাহ আনন্দ স্ফূর্ত্তি উত্তেজনা?
প্রলয় তিমির মগন গগনে
কেনরে সহসা অরুণোদয়?
কেনরে অমার বিঘোর আঁধার
হ'ল আচম্বিতে জোছনাময়?
কেন এ শ্মশানে উৎসবের রোল?
কেন এ নরকে মলয় বয়?
অশ্রু উচ্ছ্বসিত তপ্ত বৈতরণী
কেনরে শীতল লহরী ময়?

উঠেছে কি কোন শূর সুরমণি
দুর্ভিক্ষ্য দানব দমন তরে ?
এসেছে কি কোন দেবতা দয়াল
মহামারী গ্রাসে রক্ষিতে নরে ?
তাই মাঙ্গলিক শঙ্খ নিনাদিছে ?
তাই কি ভারতে বাজিছে ডঙ্কা ?
নিহত দানব ? মরেছে রাক্ষসী ?
তাই স্বনে বাঁশি নাশিয়া শঙ্কা ?

কবি ;—

দীন দয়াময়ী যেই মাতৃ অনুরাগে
স্বকৃত পাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত যাগে,
শিপাহি বিপ্লবানলে, পতঙ্গের রাশি
নিহত নহিল এই ভারত নিবাসী,
মুখরিত গৌর কৃষ্ণ সীতারাম নামে
অযোধ্যায় দ্বারকায় শ্রীচৈতন্য ধামে,
অখণ্ড শান্তির ইন্দু উজ্জ্বল কিরণে
ছিল মা শোভিত অর্দ্ধ শতাব্দি গগনে,

যাঁহার কৃপায় গয়া পবিত্র প্রয়াগে
বিরাজে নিশ্চিন্তে ভক্ত বিভু অনুরাগে,
ভ্রুভঙ্গে যাঁহার কাশী হয়নি শঙ্কিত,
হুঙ্কারে সাগর, ক্ষেত্র হয়নি কম্পিত,
ধর্ম্মমতবাদে যেই বৃটন রাণীর
রঞ্জিত নহিল শুভ্র জাহ্নবী শরীর,
রক্ত কলঙ্কিত নাহি হ'ল হিন্দুস্থান,
উড়িলনা শান্তিধামে শোণিত নিশান,
যাঁর সান্ত্বনার সুধা মৃতসঞ্জীবন
সহস্র যোযন পথ করিয়া লঙ্ঘন,
ঝরিত পীড়িত ক্ষুব্ধ ব্যথিত ভবনে
আশায় ভারতবাসী মাতিত নর্ত্তনে,
যাঁর বরাভয় কর মাতৃ স্নেহাঙ্কিত
ভারতবাসীর শির সতত স্পর্শিত
সুধাংশু জোছনা মত, রাজেন্দ্র মণ্ডলে
যাঁর সাম্য নীতি গুণ দুর্লভ ভূতলে,
ত্রিংশকোটী হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান
মুক্তকণ্ঠে মধু ছন্দে গাহে যাঁর গান,

বলিতে বিদরে বুক ঝরে অশ্রুধার,
মরম মন্থন করি উঠে হাহাকার,
সেই পুণ্যশীলা দেবী বৃটন ঈশ্বরী,
আসমুদ্র ধরারাণী রাজরাজেশ্বরী,
শাসিয়া সুদীর্ঘকাল সসিন্ধু ধরণী,
কীর্ত্তি চন্দ্র করজালে আলোকি অবনী,
পরিহরি কর্ম্মভূমি করিলা পয়ান—
বৈকুণ্ঠের পথে তাঁর ধায় দিব্য যান!

সসাগরা ধরণীর রাজ রাজেশ্বরী,
সম্পদে ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে জগৎ ঈশ্বরী,
কটাক্ষে কাঁপিত যাঁর—
স্থাবর জঙ্গম আর,
ইঙ্গিতে বিপক্ষ বৃন্দ পাইত বিভ্রম,
যাঁহার কিঙ্কর গণ কালান্তের যম—
দেব নর দর্প হারী
অমিত বিক্রম ধারী,
জলধি পর্ব্বত মরু প্রান্তর কানন
পদাঙ্কে অঙ্কিত করি করিত ভ্রমণ,

সহস্র নরেন্দ্র যাঁর সেবিত চরণ,
কৌস্তুভ প্রতিম মণি মুকুট ভূষণ,
মর্ত্তে বৈজয়ন্তী যাঁর
অতুল লণ্ডনাগার—
যেন—সরসিজ মনোলোভা,
সরসী হৃদয় শোভা,
সস্মিত কমলা যাঁর সখী সহচরী,
করেন বন্দনা যাঁর বাণী কবিশ্বরী,
বাসবের বজ্র যাঁর কামানে হুঙ্কারে,
প্রচেতার পাস সাজে মন্ত্রণা আগারে,
মহিমা-অর্ণব সেই রাজ শেখরের—
জগজ্জ্যোতি কোহিনুরে
মুকুট মণ্ডিত শিরে ;
অমোঘ অখণ্ড দণ্ড জগদীশ্বরের,
অবাধে পড়িল আসি মুহূর্ত্তে কালের!—
গৃহস্থ বৈরাগী কিম্বা কানন চারীর
ধূলি ধূসরিত শিরে,
যথা অসঙ্কোচে পড়ে,

আঁধার ঢালিয়া দিয়া করালী কালীর!

চির রবি প্রভান্বিত শশী সমুজ্জ্বল,
অৰ্দ্ধ ধরাতল তাঁর
করে পড়ি হাহাকার,
আত্মীয় স্বজন বন্ধু ঢালে অশ্রুজল!
নরেন্দ্র কুল লোভন
মণি মালে অনুপম,
ধুলায় লুটায় পড়ি মুকুট উজ্জ্বল!
কোথায় ঈশ্বরী তার রাজ রাজেশ্বরী?
সম্পদে ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে জগৎ ঈশ্বরী!

হে বিভু করুণাময় সর্ব্বময় হরি,
সংসার কি স্বপ্ন শুধু কহ দয়া করি!
কারণ সমুদ্র নীরে
অনন্ত নিদ্রার ঘোরে
নীলিমায় অনন্তের
আলোকের আঁধারের
অগণ্য বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া কেবল
মুছিয়া ফেলিছ তায় থাকিতে তরল!

তব লীলা লীলাময়,
কিছু অনুমেয় নয়!
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান ও অজ্ঞান,
প্রভুত্ব বৈভব বীর্য্য সম্পদ সম্মান,
সংসার সাগরে হায়,
সকলি বুদ্বুদ প্রায়
মুহূর্ত্তে মূরতি ধরি উঠয় ফুলিয়া,
পলকে মিলায় পুনঃ নিমেষে নাচিয়া!
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের
দেব কল্প সাধকের
অপূর্ব্ব মহিমা ময়
জীবন করম ময়,
সবি তব স্বপ্ন জাল কিছুই কি নয়!
রাঘবের পরার্থতা,
ভীষ্মের সে উদারতা,
হরিশ্চন্দ্র কীর্ত্তিকথা,
মৈথিলীর কোমলতা—
সকলি কি বাতুলতা ওহে দয়াময়?

সত্যই কি এ সংসার শুধু মায়াময় ?
ভারতের সে মাহাত্ম্য,
আরবের সে ঔদ্ধত্য,
গীরীশের জ্ঞানগর্ব্ব,
রোমের প্রচণ্ড দর্প—
সকলি অসার কিহে অলিক আলয় ?
ইতিহাস অর্থহীন প্রলাপ বলয় ?
অর্জ্জুনের সরাসন,
সীজরের পরাক্রম,
কর্ণের প্রতিজ্ঞানল,
হ্যানিবল বাহুবল,
সেকেন্দর সম্রাটের সাহস অতুল,
ভীমের সে প্রতিহিংসা ভীষণ বিপুল—
সবি কি হয়েছে ছাই একই সমান ?
সবারি কি চিতাভস্ম ভরিয়া বিমান
আকাশে উড়ান কাল—
ঘুচায়ে সব জঞ্জাল ?
রাম নীরো সাম্রাজ্যের আনন্দ বেদন,

সবি সম অনর্থক নিশার স্বপন ?
প্রতাপ সে দেশব্রত,
পৃথ্বীরাজ বীরব্রত,—
জয়চন্দ্র জিঘাংসিত,
লাঞ্ছনেয় শশঙ্কিত,
সবারি সমান মূল্য অসার সবাই ?
সাহস ঐশ্বর্য্য বার্য্য পাপ পুণ্য নাই ?
ওহে প্রভু লীলাময়,
অনন্ত মহিমা ময়,
এ:হন মিছার খেলা কেন কর নাথ !
মিথ্যার বড়াই কেন কর বিশ্বনাথ !

বুঝেছি বুঝেছি দেব স্বরগ সংবাদ,
দয়ার সংসারে কেন হেন বিসম্বাদ !—
উদ্ধত উন্নত শির
না লুটাতে যদি ধীর,
অবণী হইত পূর্ণ অগন্য কারায়,
দুর্ব্বল ধরণী হ’তে লইত বিদায় !

অপূর্ব্ব কৌশলী, কিন্তু,
সুপবিত্র পুণ্য গাথা
রাখিতে জীবন্ত ভবে দিব্য কণ্ঠ দানে,
মহান চরিত্র ভাবে মুগ্ধ করি প্রাণে,
প্রেরিয়াছ কবিকুলে,
মানবের সুমঙ্গলে—
সূর্য্যে অস্তাচলে দিয়ে
যথা সুধাংশুরে পাঠাইয়ে,
রবি দীপ্ত চন্দ্র করে প্রকাশ ভুবনে!
মৃত সঞ্জীবনী সুধা এ মর্ত্ত্যজীবনে
কবির অমৃত তানে,
পুরাণ মনিষী-গণ
অমর—অনন্তকাল এ মহীমণ্ডলে
করেন বিহার, ধরাবাসী কুতুহলে
তাঁদেরি পদাঙ্কে ফিরি,
তাঁদেরি আদর্শ ধরি,
সজীব থাকিতে চায় ঝাঁপিয়া অনলে,
পাইবারে মোক্ষ সুধা সংসার গরলে!

জগদীশ নিলা ডাকি কিঙ্করী তাঁহার ;
অনন্ত সুকীর্ত্তি তাঁর,
যুগান্তেও সুপ্রচার
রাখিবারে প্রেরিবেন বাণীর কুমার,—
ছুটিবে অনন্তকাল বীণার ঝঙ্কার !

চলি গেলা ভিক্টোরিয়া কমলা প্রতিমা,
মরতে রহিল তাঁর করুণা মহিমা !
এতদিনে রঙ্গভূমে জন্মের মতন,
অপসৃত অতি পূত দৃশ্য পুরাতন !
রঞ্জিত নবীন রাগে শোভন সুন্দর
সমুদিত অভিনব দৃশ্য মনোহর !
নিত্য নব অনুরাগী অবনী এখন
নবীনে আনন্দে হৃদে করয় ধারণ !
বিচিত্র প্রেমের লীলা ! বিধির বিধানে
বিঘোর বিষাদ তম সৃষ্টির কল্যানে,
করেন বিনাশ বিভূ আনন্দ কিরণে !
সে আনন্দ জ্যোতি যবে জ্বলন্ত হৃসনে

ঝলসে জগতবাসী, মহিমা প্রকাশি
আবার আঁধারে তারে ফেলেন গরাসি !
কেবা শান্ত কে অনন্ত কে করে গণন,
আলোক আঁধার কিম্বা জীবন মরণ !
মঙ্গল কি অমঙ্গল সুখ দুঃখ ভবে,
কে বলিবে এ সংসারে কেবা চির রবে !
ইহাই অনাদি লীলা অখণ্ড নিয়ম
পুরাতনে দলি আসে নবীন বিক্রম !
অশ্রুমুখে পুরাতনে করিয়া বিদায়,
নিভৃত হৃদয় মাঝে চাপিয়া ব্যথায়,
বিধির বিধান বুঝি মুছিয়া নয়ন,
নবীনে বৃটীশরাজ্য করে সম্ভাষণ !
তাই এ উৎসবালোক আনন্দ নিস্বন
উদ্ভাসে অবনীতল বিদারে গগন।

ইন্দ্রপ্রস্থপ্রদেবী ;—

কি বলিলে নাহি আর মহিষী আমার,
ভারতের দুঃখে বুক ফাটিত যাঁহার,
ভারতের শোকে যাঁর ঝরিত আসার,

ভারতের আর্ত্তনাদ উচ্চ হাহাকার—
ভেদি বন গিরি নদী লঙ্ঘি পারাবার
বাজিত বজ্রের মত শ্রবণে যাঁহার,
দীন দয়াময়ী সেই স্নেহময়ী মার
পবিত্র মূরতি হায়, হ'ল শূন্যাকার ?
হা ভারত! হা জননী বুঝি সে দুর্দ্দিন
দিগন্ত আঁধারি পুনঃ হইবে উড্ডীন!
পরপ্রতিপাল্যদীন যদিও অধীন
তথাপি নিশ্চিন্ত ছিলে শান্ত উদাসীন ;
ধর্ম্মান্ধ ম্লেচ্ছের সেই বিচার বিহীন
রাজশক্তি স্বেচ্ছাচার উন্মত্ত স্বাধীন
নিরন্তর নিদারুণ পীড়িত না আর,
যন্ত্রণায় জ্বলি হিয়া হ'তনা অঙ্গার!
সেদিন হইল বুঝি এবে অবসান,
আবার বাজিবে তব বিষাদ বিষাণ!
ভারতের ভাগ্য চক্র করিতে চালন,
লৌহ দণ্ডধারী কাল মার্ত্তণ্ড নন্দন
হয়ত উদিবে ভূপ অনূপ অসার,

নীচাশয় স্বার্থপর ক্রূর করজালে
জ্বালিবে জ্বলন্ত চিতা ভারতের ভালে,
পরিত্রাহি রবে প্রজা বিদারি গগন
আতঙ্কে ডাকিবে কোথা রক্ষ ভগবন!

কবি ;—

বৃথা শঙ্কা কর মাতা, অশিব কল্পনা—
দূর কর হৃদি ভার অলীক জল্পনা!
মহারাণী জননীর
সূর্য্যপ্রভ পুত্রধীর,
মহাপ্রাজ্ঞ মহাবীর,
উদার গম্ভীর,
বৃটীশ উদয়াচলে হইলা উদয়,
ওই শুন কোটী কণ্ঠ গায় জয় জয়!
প্রসস্ত ললাট শুভ্র প্রতিভা দর্পণ,
তেজোদ্দীপ্ত তবু সদা স্নিগ্ধ দ্বিলোচন,
সুবিশাল বক্ষসার,
পাষাণ প্রাকারাকার,
হৃদয়েতে অনিবার

বহে দয়াধার ;
ওই শুন কুলু কুলু স্নিগ্ধ তান তার,—
"হৃদয়ের প্রিয়ধন ভারত আমার!"
সামুদ্র সমীরে ভাসি—নীলোর্ম্মি কল্লোলে,
তটিনী তরঙ্গে নাচি--মলয় হিল্লোলে,
ভারত বিষাদ নাশি,
ফুটায়ে আনন্দ হাসি,
সে বার্ত্তা পশিল আসি,
উল্লাস প্রকাশি ;
গাও দেবী দিব্য কণ্ঠে এডোয়ার্ড জয়!
গাহুক সে প্রতিধ্বনি বিন্ধ্য হিমালয়!
শুনগো শুনগো অয়ি ভারত নন্দিনী!
পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে করুণার খনি,
রাণীপুত্র যুবরাজ
আইলা ভারত মাঝ,
বিস্মৃত হ'লে কি আজ,—
করুণার সাজ
নিরখি তোমার তাঁর অশ্রু ঝরেছিল ;

কবীন্দ্র হৃদয় বীণা বেজে উঠেছিল!
বিস্মৃত হলেকি বঙ্গ কবি হেমচাঁদ,
অতুল্য সে "ভারতের বিলাপের" ছাঁদ,
করুণ গম্ভীর স্বরে,
যথা সে গোমুখী ঝরে
পৃথ্বী ব্যোম পূর্ণ ক'রে,
উদ্‌ভ্রান্ত অন্তরে—
সে পূর্ব্ব গৌরব স্মৃতি-উচ্ছ্বাসের ভরে,
ঢেলেছিলা যুবরাজ শ্রবণ বিবরে!
জলদ গম্ভীর মন্দ্র সে বিলাপ তান
নিশ্চয় অন্তরে তাঁর বিষাণ সমান,
সতত ধ্বনিত হয়!
ত্যজ চিন্তা ত্যজ ভয়,
বাঁধহ আশয়,—
আজি সেই যুবরাজ রাজ দণ্ডধর,
হইবেন ভারতের রাজরাজেশ্বর!
ইন্দ্রপ্রস্থদেবী ;—
রাজেন্দ্রানী নেত্রনিধি নবীন নরেশ,

বুঝিলাম আমাদের নাহি ভয় লেশ॥
করি তাঁরে আশীর্ব্বাদ,—
পূর্ণ হ'ক মন সাধ—
বৃক্ষ পর্ব্বতের আয়ু লভিয়া বিশেষ,
প্রজারঞ্জি সুকল্যান লভুন অশেষ!

কিন্তু হায়, মাতৃরূপা করুনা রূপিনী
ছিলা যিনি ভারতের বিপদে তারিনী,
সেই ভিক্টোরিয়া স্মৃতি—
কোমল চিত্ত বিবৃতি,
রাখিতে মঙ্গলময় পূত নিদর্শন,
করে কি ভারতবাসী কোন আয়োজন?

কবি;—

ছিলা যিনি স্নেহময়ী মাতৃ স্বরূপিনী
দীন হীন ভারতের আশ্রয় দায়িনী,
তাঁর স্মৃতি অশ্রু স্রোতে পরিখা খনিয়া,
হৃদয়ে রাখিবে দেবী দরিদ্র ভারত!

কিন্তু যেই বৃটীশের প্রতাপ কিরণ

সপ্ত মহা পারাবার ঊর্ম্মি পরে খেলে,
ভীমকায় মহাম্বুধি দিগন্ত বিস্তৃত
উত্তাল তরঙ্গ মালা করিয়া নমিত
যাহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়ে,
ব্যোমবিহারিনী প্রভা যাদের আদেশে
ভূতলে ভ্রমিছে সদা অধমা কিঙ্করী,
দর্পে দিনকর কাঁপে—বসুধা বিস্তৃত
বিশাল সাম্রাজ্যে যাঁর মুহূর্ত্তেরো তরে,
সঙ্কোচি কিরণ মালা অস্তাচল বাসে
লভিতে বিরাম নাহি পারেন কখন ;
বিশ্ব বিজয়িনী সেই বৃটীশ ঈশ্বরী
বিষাদিনী ভারতের ভাগ্য বিধায়িনী
রাজচক্রবর্ত্তী রাণী ভিক্টোরিয়া খ্যাতি,
রাখিবারে এ ভারতে লাট মহামতি
করিছেন আয়োজন ;—
বিচিত্র গঠন—
সুধা ধবলিত সৌধ মর্ম্মর স্বপন ,
রাজধানি দুর্গপাসে জাহ্নবী সৈকতে

অচিরে ঝকিবে দেবী মণি মরকতে!
নিকুঞ্জ সুন্দর
করিবে মর্ম্মর,
নিয়ত নির্ঝর
ঝরিবে ঝর্ঝর,
বিহঙ্গ সুস্বরে শাখায় গাবে,
কল কল কল
তরঙ্গে চঞ্চল
জাহ্নবী উচ্ছল,
ধাই অবিরল
চরণ প্রক্ষালি বহিয়া যাবে!

সহসা গগণে যেন ভাসিল নিবিড় ঘন,
ঢাকিল সহস্রকর মলিন নগর বন;—
চাহিলা যমুনা উর্দ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থরাণী আর,
শিহরিল কলেবর—একি মূর্ত্তি করুণার!—
লোল গণ্ডে রেখাকার বিশুষ্ক সহস্র ধার,
নিদারুণ করাঘাতে বক্ষ নীল রক্তাকার!
রুক্ষ কেশ দীনবেশ ঘোর পাণ্ডু গণ্ডদেশ,

সহিয়া অসহ্য ক্লেশ নেত্রে নাহি অশ্রুলেশ!
আহত মুমূর্ষু যেন—স্থির মূর্ত্তি হতাশার,
প্রলয়ান্তে রবি শশী—হীন যেন শূন্যাকার!
সপ্তশত বরষের গভীর বিষাদ ভার
নামিতেছে ধীরে ধীরে, অহো দৃশ্য করুণার!
পদতলে শোকাশ্রুর পয়োনিধি উথলিছে,
চতুর্দ্দিকে দুঃখদৈন্য ঝঞ্ঝাবাত উচ্ছ্বসিছে!
অশরীরী ত্রিতন্ত্রীর বাজিছে শোকের তার,
রাণী ভিক্টোরিয়া স্বনে বহিছে বিষাদ ধার!—
কাঁদ হিমালয় দেবেন্দ্র নিলয়,
কাঁদ ভাগিরথী সর্ব্ব পুণ্যালয়,
কাঁদ বিন্ধ্যগিরি তপস্বী আশ্রয়,
নর্ম্মদা কাবেরী কুমারীকা;
অমৃত সরোবর অমৃত আধার,
চারু বৃন্দাবন শ্রীহরি বিহার,
পুণ্য বারানশী শঙ্কর আগার,
অযোধ্যা প্রয়াগ দ্বারিকা;
কাঁদ গৃহাশ্রমী, কাঁদ বনচারী,

কাঁদ ধনেশ্বর, কুটীর বিহারী,
সর্ব্ব সমাশ্রয় রাজরাজেশ্বরী
ভারত মহিষী মরতে নাই!
কাঁদ বিহঙ্গম বিহরি পবনে,
কাঁদ কাদম্বিনী গাইয়া গগনে,
কাঁদ সমীরণ উচ্ছ্বসি সঘনে—
রাণী ভিক্টোরিয়া জীবনে নাই!

থামিল শোকের গান, বিষাদের তান
ছুটিল দিগন্ত চারি করিয়া ধ্বনিত;
উতরি ধরণী তলে ভারত জননী
কহিলা বিবর্ণ পাণ্ডু তুলিয়া বদন;—
কি বলিছ সবে?—সেই বৃটীশ ঈশ্বরী
ভারতের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভাতি
রাখিতে উজ্জ্বল চির ভারত ভিতরে,
হইবে নির্ম্মিত এক প্রাসাদ প্রস্তরে?
হাসিবার কথা! এক তরঙ্গ গঙ্গার

যাহারে গ্রাসিতে পারে, একটী প্লাবন
উন্মূলিয়া লয় যারে করিবারে পারে,
একটী ঝঞ্ঝার শ্বাস তুঙ্গ শৃঙ্গ যার
হেলায় লুটাবে ভূমে, এক ভূকম্পন
সমর্থ মুছিয়া ল'তে চিহ্নমাত্র যার
অবনীর পৃষ্ঠ হ'তে,—সেই সে ভঙ্গুর
নশ্বর মাটীর কীর্ত্তি রাখিবে জাগায়ে
অনশ্বর অপার্থিব কীর্ত্তি করুণার!
উদ্যানে বসন্তে পিক নাহি কুহরিলে
লুপ্ত হ'বে মহীয়সী ভিক্টোরিয়া স্মৃতি
এ ভারত হ'তে? মৃদু মলয় হিল্লোলে
নাহি মর্ম্মরিলে কুঞ্জ, ভিক্টোরিযা খ্যাতি
খুন্ন হ'বে আর্য্যস্থানে? দেখকি অদ্ভুত
রাজকীর্ত্তি রামায়ণ অক্ষয় অতুল!
উন্নত অনন্ত ভেদী হিমাদ্রি প্রতিম
বিরাট সে কীর্ত্তি স্তম্ভ অকাল অধীন!
কোথায় সে রাম রাজ্য? চিহ্ন কোথা তার?
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কোথা প্রতিষ্ঠিত?

কোথা ধর্ম্মরাজ ? কোথা ইন্দ্রপ্রস্থ তাঁর ?
দানব নির্ম্মিত লক্ষ মণি ঝলসিত
কোথা তাঁর মহা সভা মহা যজ্ঞাগার ?
নবরত্নে অলঙ্কৃত বিক্রম ভূপাল
কোথায় ? কোথায় তাঁর উজীন সুন্দর !
কোথায় কোথায় সেই আকর ধীমান ?
মর্ত্তে বৈজয়ন্তী তাঁর সেই দিল্লীপুরী ?
কিন্তু আহা পিতৃস্নেহে প্রজাবৃন্দে পালি
পূজ্য প্রজাপতি প্রজা বৎসল শ্রীরাম।
ভূভারতে রাঘবের খ্যাতি ভগবান !
রামনামে পুলকিত সমস্ত ভারত,
প্রতি রেণু প্রতি পর্ণ প্রতি নীরকণা
উচ্চারে রামের নাম ! রামায়ণ গান—
দক্ষিণে গাহিছে সিন্ধু হিমাদ্রি উত্তরে,
গগনে নীরদ করে সে নাম প্রচার—
অনুকরি বাল্মীকির বীণার ঝঙ্কার !
নিরখি সে পুণ্যজ্যোতিঃ অরুণের রাগে
আজিও ভারতবাসী করিছে কীর্ত্তন

পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির নাম! সীমাহীন
অম্বুধির অবিরাম প্রবাহ হিল্লোলে,
অবিশ্রান্ত ঊর্ম্মিরোলে উচ্ছ্বাসে উল্লোলে,
কৃষ্ণসখ পাণ্ডবের অপূর্ব্ব বারতা,
নাগ নর দেবধামে হইছে উদ্গীত
মহা ভারতের মহা গানে! কীর্ত্তি গাথা
বিক্রমের, কবীন্দ্রের বীণার নিক্বনে—
বেণু বীণা মৃদঙ্গের নিন্দি মধু ধ্বনি,
বিহঙ্গের নির্ঝরের জিনিয়া ঝঙ্কার,
ধরা স্বর্গ মুগ্ধ করি আজিও ঝঙ্কৃত!
সে নন্দন অবনীর সুচির নন্দন,
কীর্ত্তি কল্পতরু দলে, মন্দার-মোহন!
সম্ভব শুখাবে শূন্যে সুধার আকর
শুখাবেনা এ কীর্ত্তিকুঞ্জ মন্দারের থর!
দস্যুর আঘাতে দিল্লী জর্জ্জরিত কায়—
ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাও কাল দণ্ডাঘাতে,
ভুবন সুন্দরী তাজ যমুনা জঠরে
বিসর্জ্জিবে কালে কভু সৌন্দর্য্য আপন,

লুটাইবে রেণু সাথে কীর্ত্তি মোগলের,—
কিন্তু সমদর্শী সেই সম্রাটের নাম
জগদ্‌গুরু আকবর হইবে ধ্বনিত
অনন্ত কালের কণ্ঠে !—"জগদীশ্বরোবা
দিল্লী-ইশ্বরো বা"—গাবে ভক্তি উচ্ছ্বসিত
সিন্ধু গিরি মেখলিত বিশাল ভারত !
উঠে যদি উঠিবে সে হর্ম্ম্য মনোহর
কীর্ত্তি ছলে সাম্রাজ্ঞীর,—রহি কিছুকাল
দাঁড়াইয়া—কালে কভু হইবে বিলীন ;
কিন্তু মজ্জাভেদি যার ছুটিয়াছে মূল,
রাণীর সে কীর্ত্তি তরু স্থখাবেনা কভু !
গভীর হৃদয়ে যার ভিত্তি প্রধাবিত,
সেই ভিক্টোরিয়া যশোমন্দিরের চূড়া
কাঁপিবে না, একটীও ইষ্টক তাহার
হবেনা দেউল চ্যুত, রবে তা অক্ষত
অনন্ত অনন্ত কাল ! দুর্ভিক্ষের গ্রাসে
জীয়ে যদি হিন্দুস্থান, অশোক বিক্রম
আকবর কীর্ত্তি সাথে ভিক্টোরিয়া খ্যাতি

আচন্দ্র আসূর্য্য রবে বিখ্যাত ভারতে !

মহীয়সী মহারাণী-কীর্ত্তি নিকেতন,
অপার্থিব মহিমার চির নিদর্শন,
বিধাতা নির্ম্মিত দিব্য সুবর্ণ মণ্ডিত
অমল প্রোজ্জ্বল পঞ্চ মণি ঝলসিত,
হেরিবারে সাধ যদি, তুলিয়া নয়ন
ভারত গগনে ওই কর দরশন ;—
শ্রীরামমোহন রায় ধার্ম্মিক ধীমান,
বিদ্যার সাগর ভবে মমতা-মহান,
বাণীপুত্র মধুবানি শ্রীমধুসূদন,
দীপক আলাপী হেমচন্দ্র বিমোহন,
প্রতিভার অবতার অতুল বঙ্কিম—
মাতৃভক্ত মহাপ্রাজ্ঞ গুণজ্ঞ অসীম,
রাণীর রাজশ্রী কাল কীর্ত্তির শিখর,—
এই পঞ্চ রত্নরাগে দেখ কি সুন্দর !
এই পঞ্চ শুক্রতারা ভারত আকাশে,
ঊষা সমাগম বার্ত্তা সহাস্যে প্রকাশে !

কবি ;—

বিধির বিধানে এই বৃটীশ শাসন,
ভারতে সত্যই দেবী মঙ্গল কারণ।
গীতার উদার পথ হারায়ে ভারত,
অহঙ্কার অন্ধরথে
অজ্ঞতা পঙ্কীল পথে
আত্মনাশ অন্ধকারে ধাইছে নিয়ত,
ইংরাজ সবিতালোকে
উজ্জ্বল বঙ্কিম চাঁদ
উদিলেন নৈশাকাশে অপূর্ব্ব সুন্দর,
সে পূর্ব্ব পবিত্র পথ করিয়া গোচর!
পিতৃবিত্তে মূঢ়োন্মত্ত পরিখা পতিত
সুরামত্ত, পথিকের পদ বিদলিত,
আত্মদ্রোহী দৈত্যাধম
জঘন্য জগতী তলে,
ভিক্ষুক কুক্কুর-বৃত্ত অধম ঘৃণিত,
নির্ব্বোধ ভারত বাসী পাপিষ্ঠ পতিত,

বুঝিয়াছ পূর্ণব্রহ্ম নিজেরা যেমন
কপট কুচক্রী ধূর্ত্ত অনর্থ কারণ ;—
আপনার মন মত
*আদর্শ গড়িয়া নেছ,
দস্যু যথা খুলি লয়ে কৃপান করাল
সাজায় ডাকাতে কালী দিয়ে লাঠি ঢাল !
হে ভারত একবার মেল দ্বিলোচন,
শিয়রে দাঁড়ায়ে দেখ দেবের নন্দন !
শ্রীকৃষ্ণচরিত সুধা—
পান পাত্র হাতে লয়ে,
একবার বিন্দুমাত্র ব্যাদানি বদন
সুধা পিয়ো—মোহ ভাঙ্গি হও সচেতন !
আদর্শ মানব রূপে
দেখাইলা জগদীশে,—
ভর্ৎসনা করিছ তাই সে মহা পুরুষে ?
হা অদৃষ্ট, তোমরা যে আদর্শ মানুষে—
মানব-অধম হ'তে বানরের সাজে
উপস্থিত করিয়াছ মানব সমাজে !

বিশাল এ ভবতলে ভাগবত জন
হয়নি বিকৃত কভু কৃষ্ণের মতন!
বানরের হাতে পড়ি শিবের মূরতি
হায়রে, পেয়েছে কিবা দারুণ দুর্গতি!
ভুঞ্জিতেছ প্রতিফল অনুরূপ তার,
হইয়াছে পদাঘাত হায়রে আহার!
ছিল যারা দেব কল্প ধরা অলঙ্কার,
আজি তারা কাপুরুষ নর কুলাঙ্গার!

"প্রচণ্ড উৎসাহে সবে মাত কর্ম্মরণে"-
নিরন্তর বিঘোষিত পাঞ্চজন্য স্বনে;
কুরুক্ষেত্র স্তব্ধভাব,
নির্ব্বাক দেবতা সব,
রোমাঞ্চিত ধনঞ্জয়—প্রদীপ্ত গগনে,
হেরিছেন বিশ্বরূপ মানস নয়নে!
পতিত ভারত! অহো বধির শ্রবণ—
শুনিতে পাওনা আর সে সঙ্খ নিস্বন,

করি তাই ভেরী ধ্বনি
সাহিত্যের-শূরমণি,
ধর্ম্মতত্ত্বে দেবাদিষ্ট,
বিচারে জগৎ জীত,
করেন ঘোষণা "কৃষ্ণচরিত" মহান
দুষ্কৃত দমন সাধু তারণ আখ্যান!
নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে করান দর্শন
কপট লম্পট নন দৈবকী নন্দন!
পাণ্ডিত্যের অভিমান
উপাধির অহঙ্কার
করি সবে পরিহার করহ ধেয়ান—
নিষ্কলঙ্ক নারায়ন কৃষ্ণ ভগবান!
ছিলে হে ভারত বাসী সর্ব্বোচ্চ যেমন,
হইয়াছ হায় আজি অধম তেমন!
যেমন ছিলেন কৃষ্ণ কল্পনা অতীত,
সকল আদর্শ হ'তে উচ্চে অবস্থিত,
তারি মত অবনতি
করিয়াছ তাঁর প্রতি;

হায়, হিন্দু মূঢ়মতি হীন দুরাচার·
আজি তুমি উপস্থিত বিচার আগার !
বাঁচিবারে সাধ যদি করহ সন্ধান
নিষ্কলঙ্ক নারায়ন কৃষ্ণ ভগবান !
দ্রৌপদীর ভয়হারী বন্ধু বিভৎস্যর,
গীতার গাহক দেবে ভজরে আতুর !
ভাব সেই বিশ্বরূপ জীবন শঙ্কটে
পাইবিরে শান্তি ধারা ভব নদী তটে !



উল্লাস।

তপন নন্দিনী তরঙ্গ কম্পনে,
লহরী দলিয়া ত্বরিত গমনে,
আয়গো আয়গো, মেলিয়া নয়নে
হের কি উৎসব সৈকত ময় !
ব্যাপিয়া বিপুল বপু প্রান্তরের,
শোভিছে সুন্দর শ্রেণী শিবিরের,
ফেনিল-তরঙ্গ যেন সাগরের
গগনের কোলে গড়ায়ে রয় !
শিবিরের চূড়ে চূড়ে শত শত,
উড়িছে নিশান পত পত পত,
প্রসারিয়া পাখা বিহগ বিনত
ঊর্ম্মি শিরে শিরে উড়িয়া ফিরে,

জন কোলাহলে পূরিছে বিমান,
বিজয় ঝঙ্কারে ঘন বাদ্য ধ্বান,
যেন সে সাগর তরঙ্গের গান
মহাব্যোমপথ ফেলিছে ঘিরে !
ঘন তোপধ্বনি ধ্রুম ধ্রুম্ ধ্রুম্
বিদারিয়া ব্যোম দিগন্তে ছুটে,
বিন্ধ্য হিমালয় গহ্বরে গহ্বরে
নাদে প্রতিধ্বনি,—শিখরে শিখরে
ভৈরব আরাব রবিত, হুঙ্কারে
কেশরী শার্দ্দুল লাফায়ে উঠে !
দ্রুত তরঙ্গিনী ধাইয়া যথা
অম্বুরাশি দেহে প্রবাহ ঢালে,
বেগে বাষ্পরথ ছুটিয়া তথা
নরদলে নর উগারি ফেলে !
নাবিলা নিজাম কাবুল গান্ধার,
অযুত পদাতি সহস্র সোয়ার
চলিছে দুধারে কাতারে কাতার,
শিবির সাগরে মিলায়ে গেল !

দর্পী মহীসুর সেন্ধিয়া ইন্দোর,
জয়পুরপতি ভূপাল বিঠোর,
মহারাষ্ট্র শিখ কাশ্মীর রাঠোর,
বিপুল বাহিনী বহায়ে দেল !
রাজা মহারাজ হাজার হাজার,
আমীর ওমরাহ সংখ্যা করা ভার,
জনসিন্ধু মহা অসীম অপার
নগর প্রান্তরে উছলি চলে ;
চারু পরিচ্ছদ বিবিধ বরণ,
মুকুতামণ্ডিভ নয়ন রঞ্জন,
ঝক্ ঝক্ ঝকে দিব্য প্রহরণ,
ক্ষণপ্রভা তায় কেবলি ঝলে !
অম্বুরাশি গর্ভে কনক রুচির,
যথা বরুণের অপূর্ব্ব মন্দির
শোভে রত্নময়, চৌদিকে গম্ভীর
মহাম্বুধি বাহ প্রহত হয়,—
তথা সে উৎসব সাগর মাঝারে,
শিল্প প্রদর্শনী বিচিত্র আকারে

ইন্দ্রধনু ছটা চৌদিকে বিথারে,
মহাজন স্রোতঃ বেষ্টিয়া বয়!
অর্ণব-তরণী সুবিপুল কায়—
মহোৎসবাগার শোভিতেছে তায়,
বিশাল বাদাম কেতন উড়ায়,
দাঁড়ায় সাগরে অচল বলে!
সুবর্ণ মণ্ডিত কক্ষ মনোহর,
স্বর্ণ সিংহাসনে শোভিত সুন্দর,
পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্প শোভে থরে থর,
স্তম্ভ সারি সারি লতিকা দলে,
চারু চন্দ্রাতপ ব্যাপে নীলাম্বর,
চৌদিকে ঝলকে হীরার ঝালর
কণকে জড়িত—নক্ষত্র নিকর
ছায়াপথে কিবা ফুটিয়া রয়!
বৃটীশ পদাতি চৌধারে বিহরে,
ভানু প্রভান্বিত প্রহরণ ধরে,
দুরু দুরু ধরা কাঁপে পদ ভরে,
ভীরুর হৃদয়ে সঞ্চরে ভয়!

জ্বলিছে জহরে সুবর্ণের তাজ,—
বসেছে চৌদিকে ভূপতি সমাজ,
মধ্যস্থলে কিবা করেন বিরাজ
রাজেন্দ্র অনুজ ডিউক বীর!
মহামতি লাট কর্জ্জন ধীমান
সুগম্ভীর স্বরে ক'রি কম্পমান
নরেন্দ্র সমিতি—"এডোয়ার্ড" নাম
করিলা ঘোষণা,—নোয়ায়ে শির
রাজরাজেশ্বরে দানিলা সম্মান,
গম্ভীরে অদূরে গর্জ্জিল কামান,
ঘন বাদ্যে বায় বিজয় তুফান,
কোটী কণ্ঠ গায় জয় এডোয়ার্ড!
ভূলোক দ্যুলোক উঠিল কাঁপিয়া,
ত্বরিতে ত্রিদিব দুয়ার খুলিয়া
দেখিলা দেবতা—উৎসাহে মাতিয়া,
বিপুল ভারতে উৎসব বিরাট!
ইন্দ্র প্রস্থ দেবী স্মর একবার
সহস্র যুগের বিরাট ব্যাপার,

পাণ্ডবের সেই মহাযজ্ঞাগার
যমুনা সৈকতে ভাতিল যবে,—
মানী দুর্য্যোধন বলীন্দ্র পাবনী,
ত্রিলোক বিজয়ী বীরেন্দ্র ফাল্গুনী,
কর্ণ মহাশূর জলন্ত আগুনি,
শ্রীকৃষ্ণ সহায় পাঞ্চজন্য রবে ;
সাধিলেন যজ্ঞ স্বয়ং ধর্ম্মরাজ,
উরিলা মরতে অমর সমাজ,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর করিলা বিরাজ,
তেজঃ বীর্য্যধর অসুর সুর !
বিপুল পুলকে হৃদয় ভরিল,
আসমুদ্র গিরি ভারত কাঁপিল,
জয় ধর্ম্মরাজ ক্ষত্রিয় গর্জ্জিল,
জয় নারায়ণ গাহিল সুর !
দেখেছিলা দেবী সেই একদিন,
মহারুদ্রোপম ভীষ্ম উদাসীন,
মহারাজসূয়ে হইয়া আসীন,
কেশব চরণে দানিলা অর্ঘ্য ;

ত্রয়স্ত্রিংশকোটী দেবতা সহিত
দেবেন্দ্র বাসব মন্দার মণ্ডিত,
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি পবিত্র চরিত,
ধর্ম্মপদ পূজি লভিলা ত্রিবর্গ
দুর্ব্বার দ্বিষত দর্পী শিশুপাল,
গর্জ্জিয়া উঠিল কালান্তের কাল,
ঘোর দরশন সহস্র ভূপাল
বহ্নি চক্র সম নয়নে চায়!
হায়, সেই সৌর্য্য কোথা ক্ষত্রিযের!
যাহে করিযূথ বিক্রমে সিংহের
মুহূর্ত্তে বিনষ্ট, ধারা রুধিরের
যজ্ঞ বেদীতল প্লাবিয়া ধায়!
ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী! দেখ আরবার
সেই সে দিনের বিরাট ব্যাপার,
নব কলেবরে উদিল আবার,
নব ইন্দ্রপ্রস্থ ধামে;
পূরাও শ্রবণ নব জয় তানে,
ওই শুন দেবী সুগম্ভীর গানে,

কোটী কণ্ঠ উঠে অনন্ত বিমানে
জয় এডোয়ার্ড নামে !

প্রজাগণ ;—

জয় জয় জয় রাজরাজেশ্বর !
ভারত ঈশ্বর মহিমা সাগর !
অখিল আশ্রয় নিখিল পালন !
বিপক্ষ বারণ জগত শাসন !
মোরা— ভারত নিবাসী ভক্ত প্রজা
এসেছি উৎসবে নাচিতে,
কিন্তু— অনশন ক্ষীণ দুর্ব্বল দীন
হয়— স্খলিত চরণ ছুটিতে !
পারিনাক প্রভু উদাত্ত স্বরে
গম্ভীর বিজয় রাগেতে,
রাজরাজেশ্বর উৎসব তানে
হৃদয়ের সাধ মিটাতে !
ছিন্ন ভিন্ন হয় হৃদয় তন্ত্রী
ধমনী রুধির উগারে ;

ঘূর্ণিত মস্তিষ্কে মুদিত নেত্রে
ভাসিছে তমোন্ধ পাথারে!
আমরা অধম দুর্ব্বল দীন
চাহিনা উচ্চ পদ
বিচার আসনে গর্ব্বিত শিরে
ঢালিতে দম্ভ মদ,
শুধু—নিরন্ন জঠরে অন্ন দাও হে,
শোণিত শোষণ চিন্তা নাশহে,
হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি দাও,
তোমার আনন্দ বাদ্য নিনাদে
গাহিতে শক্তি দাও!
আর কিছু নাহি চাই,—
শুভ অভিষেক উৎসব দিনে
এসেছি অর্থী স্ফীত আশায়,
বাঞ্ছা কল্পতরু পূরাও বাঞ্ছা,
ভক্তি উচ্ছ্বসিত উচ্চ ভাষায়
আশীষ করিয়া যাই,
আর কিছু নাহি চাই!

হিন্দু প্রজা ;—

হে বিধাতা ভারতের বরাভয় দাতা !
রাজরাজেশ্বর প্রভু দুঃখ দৈন্য ত্রাতা !
শোভাময় শান্তিময় আনন্দ নিলীন,
অবসাদ ভ্রান্তি ভেদ স্বেদ শ্রান্তি হীন,
উল্লাসের উর্ম্মিধৌত, স্ফূর্ত্তি বিকম্পিত,
হর্ষ তারে মুখরিত, ঐশ্বর্য্যে শিঞ্জিত,
প্রোজ্জ্বল হীরকাবাস হ'তে একবার,
কর প্রভু দৃষ্টিপাত জলধির পার !
সহস্র রজতধার—নির্ঝর ঝরিত
মঞ্জু কুঞ্জ সুশোভিত চঞ্চলালোকিত,
অনিন্দ্য নন্দন হ'তে আনন্দের রাণী
মনি মুক্তা বিমণ্ডিতা চির স্মেরাননী,
দেখ দেবী দয়াবতী দরিদ্রের ধরা !
অশ্রুস্রোতে উচ্ছ্বসিত কি আঁধারে ভরা !
অঞ্জলি বাঁধিয়া শিরে করি স্তুতি নতি,
গললগ্ন বাসে দোঁহে করিগো মিনতি,

আমাদের আঁখি লয়ে আমাদের প্রাণে,
দেখ চাহি ভাগ্যহীন ভারতের পানে ;—
ওকি দৃশ্য ভয়ঙ্কর! চিত্র করুণার!
একি মা শ্মশান! একি প্রেতের আগার!
আলোক কি চিতানল! সূর্য্য, সুধাধার—
জ্বলন্ত অঙ্গার! হাস্য—উচ্চ হাহাকার!
মেঘ—চিতাধূম! মন্দ্র—চিতার হুঙ্কার!
নিকুঞ্জ—ভস্মের স্তূপ! অস্থি কিসলয়!
সঙ্গীত শিবার কণ্ঠে অবিরাম হয়!
বিগলিত শবরাশি সুবাস বিলায়!
তটিনীর—অশ্রুনীর ভারত ভাসায়!

মুসলমান প্রজা ;—

দেখিছ কি ওহে প্রভু ভারত ঈশ্বর!
ক্ষুধার্ত্ত সন্তান এক
ক্ষীণ দুটী বাহু তুলি,
জননীরে কূপসম দেখায়ে জঠর
পড়িল ঢলিয়া ভূমে, করি হাহাস্বন

মৃত শিশু কোলে টানি,
বিশুষ্ক বদন খানি
নিরখি উন্মত্তা মাতা ত্যজিল জীবন!
হোথা পুনঃ আঁখি মেলি রাজেন্দ্র ঘরণী,
স্নেহ মমতার হত্যা—
হের কি লোমহর্ষণ;
পিশাচী প্রকৃতি কিবা শোণিত বরণী!
দুঃখ-তপ্ত সংসারের শীত সুধা সম
সুখাইল নির্ঝরিনী!
বুভুক্ষায় উন্মাদিনী
জননী জ্বলন্ত জিহ্বি,
ঘন ঘন লেহি লেহি,
নাগিনী বাঘিনী জিনি নিঠুর নির্ম্মম,
আরক্ত জ্বলন্ত নেত্র করিয়া ঘূর্ণন
সুরসা সাপিনী সম মেলিয়া বদন
প্রোথিল করাল দংষ্ট্রা সন্তানের বুকে!
চীৎকারিল বৎসলতা
দগ্ধ হ'ল কোমলতা,

নাগিনীর বিষ ছুটে
শিশুটী আকুলি উঠে,
চায় আহা মার পানে
ধারা বহে দুনয়ানে,
বাধা দানে মার প্রাণে
জাগাইয়া লুপ্ত জ্ঞানে,
ডুবে ক্ষীন আর্ত্তনাদে দুর্ভিক্ষের মুখে!
ছিন্ন ভিন্ন অর্দ্ধভুক্ত হৃদয়ের ধন
বভুক্ষা প্রেতিনী হেরি
বিকট চীৎকার করি'
বিসর্জ্জি কঠোর অশ্রু ত্যজিল জীবন।
দুর্ভিক্ষ পিশাচী আজি কাল বসে হায়,
নর নারী বক্ষ'পরি
জলৌকা সমান বসি
শুষে লয় ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ মমতায়!
নখরে কবর খুঁড়ি তাহ'তে উদ্ধারি,
ক্ষুধানলে ঘৃণাহুতি দিয়া নর নারী
গলিত দুর্গন্ধময় কীটের আবাস,

বিভৎস ভীষণ শব করিছে গরাস !
নেহারি মুমূর্ষু এক টানে নাভি শ্বাস,
হের তারে দশ জন
চৌদিকে বেষ্টিয়া বসে,
ক্ষুধায় বিকট দন্ত করিছে বিকাশ,
অমানুষ ভাব মুখে পৈশাচ উল্লাস !

হিন্দু প্রজা ;—

দীর্ঘকায় কঙ্কালেরা ফিরে হেথা হোথা
মনে হয় ত্রেতা যুগে রণাহত যত
রাক্ষসের দল সব এসেছে উঠিয়া ;
প্রতিহিংসানলে অস্থি জ্বলিছে তাদের ,—
বাসনা সে রাঘবের পবিত্র ভারত
বিভৎস উৎসব ময় করিবে শ্মশান!
কোথাও প্রেতিনী সমা সীমন্তিনী কুল,
অনশনে মসী অঙ্গ বিবসনা বেশ
চলে যায় সারি সারি ; আর্ত্তকলরবে
পূর্ণ করি ধরাতল শ্মশান উৎসবে !

দুগ্ধপোষ্য শিশুকুল তপ্ত বালুকায়
উলটি পালটি হায় হয় মৃয়মান !
লতিকা বিচ্যুত যেন কোমল কোরক
নিদাঘের উষ্ণশ্বাসে নীরবে শুকায় !
জীবিত কঙ্কাল কোটী—কি দৃশ্য বিকট !—
চলিতেছে ধীরে ধীরে ভারত আবরি,
কোটর প্রবিষ্ট আঁখি চারিদিকে চায়,
পাড় ভাঙ্গা পরিত্যক্ত কূপ গর্ত্ত মাঝে
শুষ্ক প্রায় জল যেন করে চিকি মিকি !
গণ্ড চর্ম্মে দশনের প্রতিকৃতি আঁকা,
ললাটের প্রান্তদ্বয় গিয়াছে বসিয়া—
গৃহের গলিত চাল ভগ্ন বংশপরে
যেন হায়, স্থানে স্থানে গিয়াছে নামিয়া !
গোণা যায় পঞ্জরের হাড় সারি সারি
খড়া ওড়া বাকারির যেন ঠাটখান ;
বক্ষস্থল বসে গেছে শুষ্ক জলা যেন,
কর পদ সরু সরু গ্রন্থি মাঝে মাঝে,
ছিন্ন দড়া যোড়া যেন শুষ্ক মোটা গাঠে,

কোথা কেহ পড়ে আছে রুগ্ন গলা দেহে
শোভাঞ্জন তরু যেন পচিয়া শুকায়!

ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী;—

কি লোমহর্ষণ দৃশ্য! দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী
করাল কপাল মুখ করিয়া ব্যদান
কোটী ক্ষুধার্ত্তের রোলে বিদারি অম্বর
দিল করতালি, যেন লক্ষৈক কঙ্কাল
পরস্পর প্রতিঘাতে উঠিল বাজিয়া,
সহস্র প্রেতের যেন পঞ্জরে পঞ্জরে
কি এক ভৌতিক মন্ত্রে বাজিল ঝঞ্জনা!
সে দানবী দন্তে দন্তে করিল ঘর্ষণ
যেন প্রাণী জগতের সব অস্থি গুলি
এক সঙ্গে জাঁতযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইল!
সে রাক্ষসী পিষাচিনী নাগিনী সমান
মুহুর্মুহু শুষ্ক জিহ্বি করে সঞ্চালন,
দগ্ধ শেষ হর্ম্ম হ'তে ধিকি ধিকি শিখা
উঠি যেন অন্বেষিছে আরেক সংসার!

নাড়ীর তন্ত্রীতে শত গ্রন্থি দিয়ে গাঁথা!
শত ছিদ্রময় ছিন্ন শুষ্ক নর চর্ম্মে
বাঁধা কটী, অর্দ্ধ নগ্না রুধির অধরা
ধায় রক্ষী, আর্ত্তনাদে কাঁদে বসুন্ধরা!
যে দিকে কঠোর নেত্রে করে দৃষ্টিপাত
সরস নিকুঞ্জে হয় শুষ্ক পর্ণ পাত,
বল্কল বিহীন দ্রুম শ্বেত কাণ্ড পরে
শত শুষ্ক শাখা তুলি সারি সারি সারি
বজ্র দগ্ধ দৈত্যব্যূহ সম শোভা পায়!
প্রচণ্ড নিশ্বাসে তার আষাঢ় অম্বরে
নিবীড় নীরদ শূন্যে জ্বলে উড়ে যায়!
শুকায় সরসী কুল, নির্ঝরের দ্বার
রুদ্ধ হয়, শুষ্ক মাটী তটিনী হৃদয়ে
উঠে ফাটি, উপবনে জ্বলে তরু লতা,
সুশ্যাম প্রান্তর হয় তাম্রের মতন!



যমুনা ;—

পাছে ধায় মহামারী সুতীক্ষ্ণ দশনা,
জটায় জ্বলিছে চিতা, আভায় তাহার
হ'য়েছে আরক্ত বর্ণ ভারত অম্বর!
নিঃশ্বাসে নিকলে ধূম—কাল মেঘ সম
তমসায় সমাচ্ছন্ন করি বসুন্ধরা!
গভীর হুঙ্কারে কাঁপে স্থাবর জঙ্গম।
বাম হস্তে কাষ্ঠভার পর্ব্বত প্রমান,
দক্ষ করে তৃণ গুচ্ছ জ্বলে দপ্ দপ্,
সহস্র নগর শীর্ষে লক্ষ লক্ষ গ্রামে
লম্ফে লম্ফে ফিরে শিখা প্রভঞ্জনে মাতি!
ধূধূ ধূধূ স্পর্শি শূন্য উঠে বৈশ্বানর,
অনন্ত অনন্ত ফণা উর্দ্ধে তুলি যেন
লক লকি লোল জিহ্বি দুলিয়া দুলিয়া
সুঘোর উচ্ছ্বাসে শ্বসি তুফান সমান
মারিছে ছোবল রোষে সুখের সংসারে,
জ্বালাময় হলাহলে নিমেষে অমনি

ভস্ম হয় সুখাবাস আনন্দউদ্যান !
লোহিত নয়ন প্লেগ বিকারে বিহ্বল !
কাল সর্প বিষে দগ্ধ মণ্ডুকের মত
পাণ্ডুর দেহেতে বয় গন্ধকের গন্ধ !
ধায় দৈত্য পদভরে কাঁপায়ে ভারত !
সাথে সাথে শিরোপরে লক্ষ গৃধ্র কঙ্ক
কর্কশ চীৎকারে ধায় আবরি অম্বর,
নিম্নে বসুন্ধরা ছেয়ে শৃগাল কুক্কুর
ঊর্দ্ধ তুণ্ডে ডাকি ডাকি চলেছে ছুটিয়া !
উল্কা সম উড়ে চলে বিকট পিশাচ,
সরোবর নদ নদী হ্রদ পারাবার
ফুটিয়া শ্বসিয়া উঠে উথলি উছলি !
হাহাকার হুহঙ্কারে কাঁদে দিগঙ্গনা,
অনল হলকা তুলি বহে প্রভঞ্জন,
বজ্র গর্জ্জে অগ্নি বৃষ্টি করে কাদম্বিনী !
দাবানলে দহে বন,—লক্ষ নির্ঝরের
বারিবেগ বিহরিত নিত্য কল্লোলিত—
হিমগিরি গর্ভে উঠে অনলের শ্বাস !

দগ্ধ অঙ্গ ছুট ফটি পশু পক্ষীনর
মুহূর্ত্তে লুটায়ে পড়ে অবনী আবরি !
যত দূর চলে যায় রাক্ষস রাক্ষসী,
শবগন্ধে চিতা ধূমে গলিত সংসার
রৌরবের বিভীষণ বিভৎস ছায়ায়
দেখায় সে প্রলয়ের ভূতনাথ ছবি !—
মহাকাল মহাঘোর উন্মত্ত সংহারে,
কপাল মলিনী কালী দলি শবস্থল
ধেই ধেই থেই থেই নেচে নেচে যায় !

প্রজাগণ ;—

আর না—আর না—প্রভু, ফেল শীঘ্র ফেল
প্রেতের এ রঙ্গালয়ে চির যবনিকা !
বল বল ভারতেশ ! এ শ্মশানে বসি
কোন প্রাণে বাজাইছ উৎসবের বাঁসি !
ইংরাজ রাজ্যের এই কলঙ্ক কালিমা
ধুয়ে ফেল দয়া ধারে প্রকাশ মহিমা !

শুধুই হুঙ্কারে প্রভু রাখিবে গরিমা!
হায়রে ইয়ুনানি নীতি বৃটীশ মহিমা!

কবি ;—

লক্ষ্মীর অক্ষয় ধনে পূর্ণিত সংসারে
প্রবীনা গৃহিনী ওগো ভারত জননী,
এই কি ললাটে তোর লিখেছিলা বিধি ;
অপরের হাত তোলা শাকান্নের প্রতি
চাহিয়া করুণ নেত্রে ধরিবি জীবন ?
লাঞ্ছনা তাড়না শত তিরষ্কার সহি,
সুক্ষীণ বিশুষ্ক দেহে বিবর্ণ বদনে,
কাঙ্গালিনী, দীন নেত্রে ধনীর দুয়ারে,
মুষ্টি ভিক্ষা তরে ওগো রবি দাঁড়াইয়া ?
কি পাপে বিধাতা তোরে দিলা হেন তাপ ?
জগৎ জননী ছিলে ভুবন পালিকা,
আজি অনাথিনী তুমি ভিখারি বালিকা!
যাঁহার সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ মাণিক মুক্তায়
উজলিত ত্রিভুবন, যাঁহার করুণা

মরুর উত্তপ্ত বক্ষে প্রবাহিনী বেগে
রম্য শ্যাম শস্য রূপে হইত বিকাশ,
বিমল হাসনি যাঁর সহস্র সরসী—
কাননে কন্দরে কিবা প্রান্তরে নগরে
কুমুদ কহ্লার দলে হাসিত হিল্লোলে,
স্নেহের কণিকা মাত্র পাইয়া যাঁহার
সমস্ত জগতবাসী হৃষ্টপুষ্ট হ'য়ে
মাতিত আনন্দোৎসবে অসীম উৎসাহে,
তাঁহারি কঙ্কাল ওকি অস্থির মালায়
বিথারে বিকট ভাতি ? তাঁরি অকরুণা
সীমাহীন মহামরু ওকি ধূ ধূ করে ?
অশ্রুহীন আঁখি ঝলে মরীচিকা শিখা ?
নীর হীন হ্রদ বক্ষে শুষ্ক উপবনে
দীর্ঘশ্বাস হুহু করে তপ্ত বাত রূপে ?
মাতৃ স্নেহ বিবর্জ্জিত হেরি মার মুখ
চতুর্দ্দিকে কোটী কোটী পুত্র কন্যা তাই
আতঙ্কে শিহরি ওঠে ? ,বষ্টিয়া তাঁহারে
সংখ্যাতিত অস্থিসার সন্তান সন্ততি

অন্নদে অন্নদে রবে করিছে চীৎকার!
শতাব্দি ব্যাপিয়া হেথা শুধু হাহাকার—
নাই নাই নাই তার কোন প্রতিকার!
শত মহামারী বলে ঘোর বলীয়ান
দুর্ভিক্ষের আস্ফালনে, জিনিয়া বিষাণ
প্রচণ্ড হুঙ্কারে তার—উঠিছে কাঁপিয়া
আসমুদ্র হিমাচল অখণ্ড ভারত!
ভীষণ সংগ্রামে তারে করিয়া সংহার
উঠেনা রাখিতে কেহ কীর্ত্তি করুণার!
প্রমত্ত বারণ সেই দলিয়া সংসার
ধাইছে দুর্ব্বার বেগে—বধিতে তাহায়
জাগেনা দুর্জ্জয় সিংহ ঘূর্ণিত নয়নে!
দুরদৃষ্ট ভারতের! সন্তাপ অপার!—
রুদ্ধ এবে দেব ধামে দয়ার দুয়ার!
যে দিকে ফিরাই আঁখি নেহারি কেবল—
অগ্নিগিরি অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে বুভুক্ষা অনল
প্রলয় অনল সম জ্বলিছে কেবল!
হুহু হুহু ধূধূ ধূধূ শব্দ অহর্নিশ

যেন স্বনে চতুর্দ্দিকে লক্ষ আশিবিষ!
অথবা সে দশাস্তের চিতার নিস্বন
উঠে যেন অবিরাম বধিরি শ্রবন!
চতুর্দ্দিক হ'তে অহো কালীর মূরতি
পতঙ্গ পালের মত অস্থি চর্ম্ম সার
পড়িছে সে মহানলে, কি দৃশ্য ভীষণ!
নূতন জনমেজয় এলো কি আবার?
ভারত কি হোমকুণ্ড হ'য়েছে তাহার?
বিশ্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের সর্ব্বভুক শিখা
ওই কি সে হুহু শব্দে উড়িছে গগনে?
রক্ত আভা রঞ্জিয়াছে ভূলোক দ্যুলেক?
ওকি দৃশ্য!—কাল মেঘ গ্রাসিল গগন?
ওকি শব্দ!—মন্দ্রিল কি প্রলয় জলদ!
একি কম্প!—স্বসিল কি সংহারের ঝড়!
ফুৎকারে নিভায়ে দিল চন্দ্র সুর্য্যালোক!
না না!—ওই ব্যোমব্যাপী ভীষণ দর্শন
প্রলয় পয়োদ নয়—হের ভয়ঙ্কর
নর মেধ মহা যজ্ঞে আহুতি হইতে

আসিয়াছে কোটী নর, ওই তাহাদের
অনশন-মসী-দেহ ঘনীভূত নভে!
শ্রবন ভৈরব রব মেঘ মন্দ্র নয়—
উহাদের আর্ত্তনাদ হাহাকার ঘোর!
নহে ঝড় মহাকাল রুদ্রের ফুৎকার,
বুভুক্ষার ভীমোচ্ছ্বাস কাঁপায় ভূবন!
নাহি কি আস্তিক কেহ করুণা আধার
দহ্যমান জীবে চাহি ঊর্দ্ধ বাহু হ'য়ে
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অভয় প্রদানে!
ঢালিয়া দয়ার সিন্ধু লোম হর্ষ ওই
নর মেধ যজ্ঞানল করয় নির্ব্বাণ!

জানিনা জানিনা হায়, কাহার পাপেতে
ভারতের এ দুর্দ্দশা মূর্ত্তিমান আজি,
জানিনা জানিনা কার পৈশাচ উৎসবে
নিমন্ত্রিত হ'ল আজি প্রেতের নগর!
মহা নরমেধ এই ভীষণ যজ্ঞের
কে করিল আয়োজন জানিনা জানিনা,

জানিনা হা কে নির্ম্মম এ হোমকুণ্ডের
নিম্ন হ'তে দিতেছেরে ঠেলিয়া ইন্ধন ;
জানিনারে ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধ শিখা পরে
কে রাক্ষস কে পিশাচ অবিরাম ধারে
জীবন্ত প্রাণীরে ধরি দিতেছে আহুতি,
অগ্নিগর্ভে দহ্যমান সে লোম হর্ষণ
কঠোর করুণ ঘোর জীবের চীৎকারে—
জানিনারে কোন দৈত্য অতৃপ্ত আমোদে
উৎকট আনন্দ নৃত্যে কাঁপায় বসুধা !
কিন্তু জানি ভিখারিনী দুঃখিনী ভারত
জননীর শিশুমেধ এ যজ্ঞের নাম !
এসহে বাল্মীকি ব্যাস এস আরবার-
রাজসূয় অশ্বমেধ যে সুরে গাহিলে,
তার চেয়ে উচ্চ তারে বীণাযন্ত্র বাঁধি
বাজাও জলদ মন্দ্রে ভৈরবী রাগিণী !
স্বাধীন ভারত যবে গাহিলে তখন
স্বাধীনতা মহোৎসব আনন্দ নর্ত্তন,—
পরাধীন ভারতের গাও এবে কবি,

আৰ্ত্তনাদ উতরোল বিষাদ ক্রন্দন!
পঞ্চবিংশ কোটী এই বুভুক্ষা প্রেতের
আর্ত্তনাদ উতরোল প্রতি শ্লোক হ'তে
তব উঠুক গরজি,—সে ঘোর গর্জ্জন
মেঘের নিনাদে ধাই অন্তরীক্ষ পথে
নীলাম্বুধি পারে ওই হেম হর্ম্ম্য চূড়ে
হউক ধ্বনিত:সদা! পঞ্চাশত কোটী
নয়নের অশ্রুজল—অক্ষরে অক্ষরে
তব উঠুক উছলি, ভাসায়ে ভারত
উঠুক সে অশ্রু সিন্ধু অভ্র ভেদ করি,
অর্ব্বুদ তরঙ্গ তার উত্তুঙ্গ প্রাসাদে
হউক প্রচণ্ড বেগে প্রহত সতত,
কাঁপুক গভীর ভিত্তি; উদ্দাম কল্পনা
স্বর্গে স্বর্গে ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধাগ্নির শিখা
ছুটাক্ বিদ্যুত্ তেজে, সে বিকট দ্যুতি
নৃপেন্দ্র নয়নে নিত্য হউক ঘূর্ণিত,
তাহ'লে তাহ'লে কোটী ক্ষুধার্ত্তের জ্বালা
বুঝিবেন ভারতেশ! তাহ'লে বুঝিবা

কোটী কোটী শুষ্ক কণ্ঠ তৃষিতের তাপ
পরশিবে ভারতের প্রতিনিধি প্রাণে,
দ্রবিবে তুষার স্তূপ পার্লিয়ামেণ্টের,
করুণার কল্লোলিনী কবে কল স্বনে
নৃপ কর্ণে—দয়া কর দুঃখিনী নন্দনে!

ভারতের প্রজা—হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ;—

অয়ি মা ভারত রাণী করুণা রূপিনী,
ক্ষুধার্ত্তের গ্রাসে তুষ্ট হ'বে স্নেহময়ী ?
দরিদ্রের ছিন্ন ঝুলি ঝাড়িয়া জননী,
ঝকিবে যে ব্যোমস্পর্শী সুবর্ণ শিখর,
তাহে তব পূত আত্মা সন্তোষ পাইবে ?
নিরন্ন অর্ব্বুদ নর স্মৃতির মন্দির
বেষ্টিয়া—বিদারি কণ্ঠ বিষাদের গীত
গাহিবে যখন,—অয়ি বৈকুণ্ঠ বাসিনী,
তখন কি ও হৃদয় উৎস মমতার
রহিবে গো অনাকুল ? যবে কোটী প্রেত,

হানিয়া উদর—বক্ষে করাঘাত করি
ফিরিবে উৎকট রোলে পার্শ্বে প্রাসাদের,—
প্রফুল্ল উদ্যানে হায়, কুহরিত পিক,
শুনাবে কি সুসঙ্গীত তোমায় তখন ?
অনশন-মৃত-সুত মাতৃ অশ্রুধারে
উষ্ণধার জাহ্নবীর উচ্ছ্বসিত স্রোতঃ
পরশিবে ও মন্দির তখন কি মাতঃ,
উত্তপ্ত সে স্রোতঃ স্পর্শে দয়ার্দ্র হৃদয়
রবে কি সুস্থির ?—না না—জানিগো জননী
আনন্দের সুনন্দন আশার স্বরগ,
ভোগের বৈকুণ্ঠ ধাম ঐশ্বর্য্য অলকা,
হাস্যলাস্য লীলাস্থল অপ্সরা আলয়—
অতুল লণ্ডনে তব দয়িতের ছবি,
হাসায়ে রাখিয়া গেছ যে ভাবে জননী,
বুভুক্ষিত ভারতের মরুময় বুকে
সে ভাবে হাসিতে মাগো, পারিবে না তুমি !
বিষাদ বিঘোর এই তমসার মাঝে
সুহসিত সুবর্ণের মূরতি তোমার,

বসাইলে স্নেহময় ও মাতৃ হৃদয়,
নিদারুণ অবসাদে হইবে পীড়িত!

কবি ;—

ভারতেশ! ভারতের ভিক্ষুর সঞ্চয়ে
বুভুক্ষিত ভারতেরে দুটী অন্ন দাও!
ইথে নাহি বর্ণ ভেদ হিন্দু মুসলমান,
সবাই দানব দন্তে চর্ব্বিত সমান!
ইথে নাহি মত ভেদ কাফের যবন,
সবাই রাক্ষস গ্রাসে পরিত্রাহি ডাকে!
হায়গো স্থাপিবে যায় স্মৃতির মন্দির,
বাজাইবে এ শ্মশানে উৎসবের বাঁসি,
অনন্ত ভারত দৈন্য তায় ঘুচিবে না—
অসীম ভারত ক্ষুধা জানি নিবিবে না,
কিন্তু হে ভারত প্রভু জানিও নিশ্চয়,
সে অর্থে জঠরানলে পড়ে যদি জল
একটী জনের, উষ্ণ হয় যদি তায়
একটী শীতল অঙ্গ, ফিরে যদি প্রাণ

একটী মমূর্ষু দেহে, জ্যোতিঃ হীন আঁখি
কাহারো উজ্জ্বল হয়, হয় পুষ্ট যদি
একটী বিশীর্ণ দেহ, জানিও নিশ্চয়
শত স্মৃতি মন্দিরের ফলিবে হে ফল,
সহস্র উৎসব চেয়ে আনন্দ বিমল,
স্নিগ্ধ জ্যোস্না সুধাধারা ঢালিবে হৃদয়ে!
ওই শুন চারিধার ভারত ব্যাপিয়া
সহস্র সহস্র প্রজা নিশীথ সন্ধ্যায়,
ডাকিছে কাতর স্বরে জঠর জ্বালায়—
"রক্ষা কর নরেশ্বর জীবন যে যায়!"
এদের কাতর স্বরে পাতহে শ্রবন!
ইহাদের হাহাস্বাসে আর্দ্র কর হিয়া,—
হিমাদ্রি হইতে ঊর্দ্ধে কীর্ত্তির শিখর
উঠিবে—গগন ভেদি স্বর্গে সে নিশান
হৈমাবিভা বিথারিবে, তব কীর্ত্তি গাথা
পুণ্য কথা সাথে সাথে কোটী কণ্ঠ উঠি
পূরিবে অনন্ত ব্যোম,—কত কাব্য কোটী
ধন্য হ'বে তব ভাব ধরিয়া হৃদয়ে!

কঠোর পাষাণ বক্ষে—নিকুঞ্জ মর্ম্মরে,
মরুবক্ষে—কল্লোলিত লহরী উল্লাসে,
শ্মশানেতে—সংসারের হর্ষ কোলাহলে,
শান্ত ক্ষুৎ তৃষিতের আশীষ উচ্ছ্বাসে,
রচিত হইবে তব স্বর্ণ সিংহাসন,
পাপ তাপ হীন সেই শান্তির আশ্রমে !



ভারত মাতা।



আইস কুমার! করি আশীর্ব্বাদ ;—
যুগে যুগে হেন সাম্রাজ্য গৌরব
মণ্ডিত মুকুটে শিরঃ শোভা করি,
অবনী মণ্ডলে বিলাও সৌরভ!

সে পূর্ব্ব গৌরব হারায়ে ভারত
অকূলে যাইতে ছিলগো ভাসিয়া,
হারান সে কূল আঁধারের কোলে
তোমরা ইংরাজ দেখালে আসিয়া!

মুক্ত হস্তে জ্ঞান রত্ন অনুপম
অবিরত হেথা করিছ বর্ষণ,
মনুষ্যত্ব যাহে লভে হিন্দুস্থান
সহস্র উপায় করিছ কীর্ত্তন!

উন্নতির পথ দেছ দেখাইয়া,
বিধাতা বিমুখ ভারত বাসীর—
উন্নতির পথে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
দিন দিন হয় দুর্ব্বল শরীর!

প্লীহা বিদারণ লোমহরষণ
বৃটীশ ভারতে হ'য়েছে প্রচার,
এ ব্যাধি বিষম—মহামারী হ'তে
বিভীষিকা প্রাণে করেছে সঞ্চার!

ইহার লক্ষণ বেদে বাইবেলে
কোরাণে পুরাণে নাহিক প্রচার!
ইহার চিকীৎসা কর নরেশ্বর,
নহে এ ভারত হ'ল ছারখার!

স্বজাতি বৎসল বিখ্যাত ভুবনে
বৃটন নন্দন অতুল ধরায়,
স্বাধীনতা প্রিয় গর্ব্বিত হৃদয়
ভুবনে এমন নাহিক কোথায়!

জাজ্জ্বল্য প্রমান করিতে প্রদান
হায় কি তাহার বৃটীশ কুমার,
ভারতবাসীর প্লীহা বিদারণ
দুরারোগ্য ব্যাধি কৈলে অবিষ্কার ?

পবিত্র প্রথর ন্যায় ধর্ম্মাসনে
ন্যায় দণ্ডধর দিব্য জ্যোতিষ্মান,
তাহারি আবার করি অভিনয়
করেন প্রচার মহিমা মহান !

বিরাট বিক্রম বৃটীশ বীরেশ
ভীম পদাঘাতে বিদলিলে প্লীহা,
বিজয় বাদিত্র বৃটীশ পত্রিকা
ঘোষয় গর্জ্জিয়া—"যথার্থই ইহা" !

বিজয় ঝঙ্কারে বৃটীশ হুঙ্কারে
ভারত বাসীর শোণিত উচ্ছ্বাস,
ক্ষীণ আর্ত্তস্বর কোথায় মিলায়
ঝলসে হৃদয় দারুণ হুতাশ !

বজ্র বিদ্যুন্ময় মেঘের মতন
আতঙ্ক ভীষণ ভারত অম্বরে,
মুহুর্মুহু ঘোর গরজিয়া উঠে
থর থর প্রজা কাঁপয় অন্তরে!

এ হ'তে নিষ্ঠুর ছিল কি সে প্রথা?
নরবলি দিয়ে নাচিত যখন
নিঠুর হৃদয় ঘাতক নিচয়
রুধিরে রঞ্জিয়া বিভৎস বদন?

দেবতা বাঞ্ছিত স্বজাতি বাৎসল্য—
এরূপে পরীক্ষা দিতেছ কি তার?
বীর হৃদয়ের এই উদারতা?
স্বাধীন চিত্তের এই কি প্রসার?

নিরস্ত্র দুর্ব্বল নিরন্ন কাঙ্গাল
ক্ষেপিলে কুক্কুর নাহি যার ত্রাণ,
মুষ্টাঘাতে তার প্লীহা বিদারিলে
বৃটীশ পৌরুষ হয় কি প্রমাণ!

দূরদৃষ্ট হায়, বুঝিতে না পারি
কোথায় শিখেছ এই বৎসলতা,
প্রচণ্ড রোমের দৃপ্ত গীরীশের
অপূর্ব্ব বীরতা কহে কি এ কথা!

ইহাই মিনতি আরতি আমার
ওহে ভারতের রাজ রাজেশ্বর!
শিখণ্ডীর আড়ে যথা ধনঞ্জয়
বিধিলা বিশিখে ভীষ্ম ধনুর্দ্ধর,—

বিচার আসনে ধর্ম্ম অবতার,
স্বজাতি বাৎসল্য শর ভয়ঙ্কর—
অসাধ্য যাহার করা প্রত্যাহার,
তীক্ষ্ণ অগ্নিমুখ যেন বিষধর,

ন্যায়ের আড়ালে করিয়া সন্ধান
বধোনা বধোনা ভারত বাসীরে!
তাহ'তে বরঞ্চ দলিয়ো দুপায়ে,
মাতিয়ো তাণ্ডবে ভারত রুধিরে!

নাদের দানার তৈমুর প্রেতের
বজ্র পদাঘাত সহেছি যে বুকে,
সে বুক পাষাণ অযাড় অসান
ওতো পুষ্পাঘাত সব হাসি মুখে!

কবি;—

অপূর্ব্ব ভারত! অপূর্ব্ব প্রথায়
হায়রে বিধাতা সৃজিলা তোমায়;
তুলনা তোমার ছিলনা কোথায়—
তিলোত্তমা তুমি চারু প্রকৃতির!

অপূর্ব্ব তোমার অনাদি মহান
বেদোপনিষদ অনন্তের জ্ঞান,
ষড়দরশন স্বরগ বিজ্ঞান—
অপূর্ব্ব ভারত সমাধি ঋষির!

অপূর্ব্ব অনুপ কাব্য রামায়ন!
অপূর্ব্ব অদ্ভূত 'ভারত' কীর্ত্তন!
ভাগবত সুধা প্রেম প্রস্রবন!—
অপূর্ব্ব ভারত নিকুঞ্জ বাণীর!

পিককুলপতি কবি কালিদাস—
চাঁদের জ্যোছনা পারিজাত বাস
বসন্তের হাসি রতির বিলাস—
যেথায় ঢালিছে আনন্দ মদির!

অপূর্ব্ব রামের প্রজার রঞ্জন!
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের গীতার কীর্ত্তন!
অপূর্ব্ব বুদ্ধের জরাদি দর্শন!—
অপূর্ব্ব ভারত লীলা নিকেতন!

অপূর্ব্ব প্রহ্লাদ ধ্রুব মতিমান,
জ্ঞানী শুকদেব বৈষ্ণব প্রধান,
অপূর্ব্ব বানর ভক্ত হনুমান,—
তুমি মা ভারত ভক্ত বৃন্দাবন!

অপূর্ব্ব ভরত পবিত্র লক্ষ্মণ,
অপূর্ব্ব ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা পালন,
দুরন্ত কর্ণের কৃতজ্ঞতা ধন,—
অপূর্ব্ব ভারত মাহাত্ম্য শিখর!

হরিশ্চন্দ্র রাজ শিবি পুন্যবান,
রাজর্ষি জনক রঘু খ্যাতিমান,
অপূর্ব্ব কৌন্তেয় ক্ষমা মূর্ত্তিমান,—
অপূর্ব্ব ভারত পুণ্যের আকর!

অপূর্ব্ব সাবিত্রী অন্তক ত্রাসিনী!
সুধাময়ী সীতা দশাস্য নাসিনী!
দীপ্ত বেদবতী শিখা স্বরূপিনী,—
অপূর্ব্ব ভারত সতীর নন্দন!

অপূর্ব্ব চামুণ্ডা রুদ্র বিমর্দ্দিনী,
অপূর্ব্ব দ্রৌপদী কাল কাদম্বিনী,
অপূর্ব্ব ঝান্সীর চামুণ্ডা ভাবিনী,—
অপূর্ব্ব ভারতে বীরাঙ্গনাগণ!

অপূর্ব্ব আত্রেয়ী মহা বেদবতী,
অপূর্ব্ব রমনী খনা লীলাবতী,—
ভরতের চারু প্রতিমা ভারতী,—
অপূর্ব্ব ভারতে রমনী বৈভব!

দেবী অরুন্ধতী পবিত্র বাদিনী
অপূর্ব্ব চিরান্ধ-ব্রত বিলাসিনী
মহাতেজোময়ী গান্ধার নন্দিনী,—
অপূর্ব্ব ভারত মহিমা অর্ণব!

অপূর্ব্ব তোমার কুরুক্ষেত্র গীত,
জীবন শঙ্কটে গীতার সঙ্গীত,
অতি সে অপূর্ব্ব যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত
কপট লম্পট কৃষ্ণ ভগবান!

অপূর্ব্ব তাঁহার উদার চরিত—
ভীষ্ম যুধিষ্ঠির বিদুর বন্দিত,
যোগী শুকদেব বেয়াস সেবিত,
বৈরী নিদারুণ কর্ণেরো পূজিত—
অপূর্ব্ব সে কৃষ্ণ তস্কর প্রধান!

অপূর্ব্ব কুরুর প্রতিজ্ঞা ভীষণ;—
"সূচ্যগ্র মেদিনী দিবনা কখন!"
অপূর্ব্ব আবার মহা পলায়ন—
লক্ষ্মণসেনের অশ্বারোহী নামে!

অপূর্ব্ব প্রতাপ বিধর্ম্মী ঘৃণায়!
অপূর্ব্ব আবার মানব হেথায়,
জননী বিলায় বিদেশীর পায়—
অপূর্ব্ব ভারত নারকীর নামে!

অপূর্ব্ব তোমার লক্ষ্মীর আগার,
অপূর্ব্ব তোমার রতন ভাণ্ডার!
অপূর্ব্ব আবার চির হাহাকার,—
অপূর্ব্ব ভারত ক্ষুধার্ত্ত এখন!

অপূর্ব্ব ভারত বিশ্ব বিমোহিনী—
রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ মুকুট ধারিনী!
বাল্মীকি বেয়াস মাল বিলম্বিনী,
কালিদাস হাস্যে সুমিষ্ট ভাষিনী;
অপূর্ব্ব আবার বিমুক্ত কেশিনী
উন্মাদিনী ওই কঙ্কাল মালিনী;
ক্রন্দন আরাবে মেদিনী ত্রাসিনী,—
অপূর্ব্ব ভারত মূরতি ভীষণ!

আরো কি অপূর্ব্ব দেখসে হোথায়
নন্দকুমারের বিচার প্রথায়,
খোল ইতিহাস—লেখনী লীলায়
পিশাচ কল্পনা শাস্তি সিরাজের !

সকলের চেয়ে অপূর্ব্ব এখন
ভারতবাসীর প্লীহা বিদারণ,
ন্যায়ের আসনে ন্যায়ের হনন ;
বলিহারি বুদ্ধি বৃটীশ বীরের !

ভারত মাতা ;—

ভারত যুড়িয়া প্রচণ্ড প্রবাহ
বহে বিজ্ঞানের বিপুল বিরাট,
অদৃষ্ট বিগুন ভারত বাসীর
পিপাশায় কণ্ঠ তবু হয় কাঠ !

পশুত্ব ঘুচিয়া মনুষ্যত্ব লাভ
কিসে হয় সদা পড়িয়া শিখিছে,
হে ইংরাজ তব ভারত প্রজার
ক্ষুধার যন্ত্রণা তবু না নিবিছে।

তীক্ষ্ণ দৈন্যকীট অস্থি মজ্জা ভেদি
করিছে প্রবেশ ভারত হৃদয়ে,
যদি তারে বীর দেখিতে না পাও
না পার তাহারে নাশিতে নির্ভয়ে,

বিজ্ঞান প্রসূনে ভূষিয়া ভারতে
জ্ঞান মৃণালের শয়নে শোয়ায়ে,
উন্নতি অনিলে করিলে বীজন
ভারতের জ্বালা নিবিবেনা তায়!

এ জ্বালা যন্ত্রনা প্রলয় অনল
নিবাইতে ওহে নৃপ দয়াধার,
বহাও বহাও কোটী প্রস্রবন
নহে এ ভারত হ'ল ছারখার!

ভারত আশ্রয়! যে জ্ঞান কিরণে
করিছ প্রকাশ কানন কন্দর,
যে নব বিজ্ঞান—আকাশ কুসুমে
মণ্ডিত করিছ ভারত সুন্দর,

ভস্মে হবির্ধারা সম বৃথা হায়,
হইবে ব্যয়িত, যদি নাহি পার
নিবাতে ভীষণ বৃটীশ হুঙ্কারে,
দুর্ভিক্ষ অনল রাজত্বে তোমার !

অতুলনা খ্যাতি স্মৃতির মন্দির,
সহস্র জাতির মহা সম্মীলন—
অশ্রুত অপূর্ব্ব অবণী মণ্ডলে—
বিরাট বিপুল ভারত শাসন,

সবি বৃথা হ'বে--একই মুদ্রায়
বিকাইত যেথা আট মন চাল,
সেথায় যদিহে নিত্য অনশনে
চীৎকার কেবলি অন্নের কাঙ্গাল !

মহামহোৎসব আজিকে ভারতে,--
ঘোষিছে জগৎ তুলনা ইহার
পুরাণো ভারতে মিলিবার নয়—
ভবিষ্য ভারতো দেখিবে না আর !

হাসি আসে শুনি প্রলাপ বচন !
হায়রে উৎসব মরীচিকাময় !
ভারতে-উৎসব তাহারেই কয়
অন্নদা যেথায় মূর্ত্তিমতী হয় !

কবি ;—

রাজস্থয়োৎসব—

ভারত মাতা ;—।

কি শুনালি বাছা !
পুলকে রোমাঞ্চ হইল আমার !
কত যুগ গেল শুনিনি সে নাম!
সে মধুর নাম শুনারে আবার !

হায়রে সে নামে উথলে আমার
বহু শতাব্দির স্মৃতি পারাবার!
সে হতে আমার মহিমা প্রচার—
রাজস্থয়োৎসব বল বার বার !

রাজসূয়োৎসব বল বার বার!
সে হ'তে আমার মহিমা প্রচার!
শুনেছি শ্রবণে গাণ্ডীব টঙ্কার!
জগতে অতুল্য গীতার ঝঙ্কার!

রাজসূয়োৎসব বল বার বার!
সে হ'তে আমার মহিমা প্রচার!
বেজেছে ব্যাসের বীণার ঝঙ্কার!
যে তানে জগৎ আজি চমৎকার!

রাজসূয়োৎসব বল বার বার--
সে হ'তে আমার মহিমা প্রচার!
ওই বীর শিশু কেশরী কুমার,
কিশোর বয়স্ক রূপে যেন মার!

ধায় অভিমন্যু করি মার মার
দর্পে চক্রব্যূহ করিয়া বিদার,
ক্ষত্র গুরু দ্রোণে লাগে চমৎকার!
সপ্ত মহারথী পলায় চৌধার!

রাজস্থয়োৎসব— বলিস্‌নে আর—
সে হতে আমার শোকের সঞ্চার!
কুরুপাণ্ডবের সহস্র চিতার
জ্বলিছে অনল হৃদয়ে আমার!

রাজস্থয়োৎসব—বলিস্‌নে আর—
সে হ'তে দারুণ পতন আমার!
রাজস্থয়োৎসব তুরীর নিনাদ
বাজিতে পবনে কনোজে আবার,

গরজি উঠিল বহ্নি পারাবার!
বাসুকি উচ্ছ্বাসে রসনা লকিয়া
দ্বাপরের সেই বিগ্রহ ভীষণ,
দাঁড়াল ভীষণ ফণা আস্ফালিয়া!

রাজস্থয়োৎসব বলিস্‌নে আর!
সে হ'তে দারুণ দুর্দ্দশা আমার!
চরণে শৃঙ্খল বাজে অনিবার!
ঝরিছে নয়নে অশ্রু শতধার!

রাজসূয়োৎসব বলিস্ নে আর—
নিদারুণ বুকে বাজে ওরে বাজ !
ক্রূর জয়চাঁদ অহিকুলরাজ
দংশিল মরমে চৌহানের রাজ !

আহা বৎস সম নরকুলমণি
বীরচূড়ামণি পুত্র পৃথ্বীরাজ !
গিয়াছ কোথায় জননীর বুকে
হানি উগ্রতর নিদারুণ বাজ !

পড়িলিরে বাপ দৃশদ্বতী তীরে
যেমনি কালের দশন দংশনে,
ভাঙ্গিয়া পড়িল পঞ্জর আমার !
লুটাই আপন নয়ন কর্দ্দমে !

ওরে প্রাণাধিক জীবন কুমার—
যে দিন শুইলি শরশয্যোপরি
সে দিন হইতে করি হাহাকার,
ঘুরিরে ব্রহ্মাণ্ড ভগ্ন দণ্ড ধরি !

রাজস্থয়োৎসব !—ওরেরে শ্রবণ
হওরে বধির, শুনায়োনা আর
শুনি যা এখনো—ঘোরীর গর্জ্জন,
নরকের যেন শিখার হুঙ্কার !

রাজস্থয়োৎসব !—এস মহাকাল
দাওরে সঘনে বিষাণে ফুৎকার !
ডুবাও ডুবাও যবন পীড়নে
মহা আর্ত্তনাদ সতী ললনার !

রাজস্থয়োৎসব—আয়রে প্রলয়—
অগ্নিপুচ্ছ তোর গগণে জ্বলুক্‌,
ম্লেচ্ছ পদাঘাতে এ ক্ষত হৃদয়
কর ভস্ম ত্বরা যাতনা ঘুচুক !

রাজস্থয়োৎসব !—উথল' জলধি
যমুনা জাহ্নবী মহানদী সোন,
যবন পাদুকা কর্দ্দমে লেপিত
ভারতের অঙ্গ কর নিমগন !

রাজসূয়োসব !—ওগো হিমগিরি,—
লক্ষ শৃঙ্গ শিরে পড় আছাড়িয়া !—
আজি যে ভারত চণ্ডাল ঘৃণিত
কর চূরমার সে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া !

রাজসূয়োৎসব !—খস সূর্য্য শশি—
ভারত ব্যাপিয়া ঢালরে আঁধার !
জ্বলিয়া এ মুখ হয়েছে অঙ্গার
কালা মুখ ওরে লুকাও আমার !

ওরে রাজসূয় !—হায়, কি কুক্ষণে
হয়েছিলি তুই ভারতে উদয় !
তুই কি বিধির নিদারুণ সাপ
বসতি কি তোর ভারত হৃদয় !

জনমেজয়ের যজ্ঞ হুতাশন—
তুই কি নিঠুর ঘোর দরশন ?
জ্বলন্ত রসনা করি প্রসারণ
পুত্রগণে মোর করিস্ ভক্ষণ

"রাজসূয়োৎসব" কেন বল আর !
আতঙ্কে শরীর শিহরে আমার !
আজি শুভদিন—সর্ব্বনাশী নাম
করোনা করোনা উচ্চারণ আর !

যবন কৃপাণে শোকের দশনে,
স্থবির শরীর হল জর জর !
আছে তবু শান্তি বৃটীশ শাসনে
তাহার মঙ্গল কর মহেশ্বর !

কবি ;—

ত্যজচিন্তা মাতঃ !—বৃটীশের নামে
কাঁপে অমঙ্গল অন্ধকার ধামে !
মঙ্গল চণ্ডীকা বৃটনের ভ্রমে
ছুটেগো তাণ্ডবে বিপদ খণ্ডিয়া !

কি কথা নরের—দেব দানবের
কে খণ্ডে অদৃষ্ট বীর বৃটীশের !
নেহার চণ্ডীর চরণে কালের
পাষাণের বক্ষ যেতেছে ভাঙ্গিয়া !

হের মা নয়নে—সামান্য উৎসব
নহে এ জননী,—রাজসূয়োৎসব !
রাজসূয়োৎসব—আজিকে ভারতে !
হয়নি হবেনা এমন মরতে !

কেন মা এমন চাহিছ বিস্ময়ে ?
এ কথা বিশ্বাস হয় না হৃদয়ে !
রাজসূয়োৎসব—ভারত পতির !
শোন মা হুঙ্কার বৃটীশ ভেরীর !—

ভারত মাতা ;—

কি বলিলে ? একি—রাজ সূয়োৎসব ?
ভারতের মাঝে—রাজ সূয়োৎসব ?
বিকৃত মস্তিষ্ক হ'লকি আমারো ?
ভারতে আজিকে রাজসূয়োৎসব ?

কোথা সে উৎসব রোমহর্ষকর ?
কোথা রাজগণ জ্যোতিষ্ক নিকর ?

কোথা হৃতদর্প নরেন্দ্র বদন,
আরক্ত যেমন সান্ধ্য দিবাকর ?

কোথায় তাদের অঙ্গার নয়নে
স্বচ্ছ শিখা সম অশ্রুর আভাস,
নির্ব্বাপিত প্রায় অঙ্গারের গায়ে
ভস্ম আবরণে অঙ্গারকাভাস !

ভস্মরাশি লয়ে করিতেছ ক্রীড়া,,
খুলেছ ভারতে রাজসূয় মেলা,
মুমূর্ষুরে টানি করিতেছ খাড়া,
অপূর্ব্ব ভারতে অপূর্ব্ব এ খেলা !

ভারতে এখন আছে নাকি রাজা ?
অপূর্ব্ব বারতা রাজসূয় হেথা !
অপূর্ব্ব ভারতে অপূর্ব্ব সকলি—
রাজা নাই যেথা রাজসূয় সেথা !



কবি ;—

"রাজসূয়োৎসব" উচ্চারিতে হায়,
হৃদয় উচ্ছ্বাসে মূর্চ্ছিলা জননী,
পড়িতে ধরায় ইন্দ্রপ্রস্থদেবী
তপন নন্দিনী ধরিলা অমনি।

"হ'ত রাজসূয়"—উচ্চারি উচ্ছ্বাসে
উঠিলা আবার ভারত জননী,
ছুটিল তড়িৎ শীতল শোণিতে
লোচন যুগলে জ্বলিল দামিনী !—

ভারতমাতা ;—

হ'ত রাজসূয় ভারতে যখন
ছিলা দানবেন্দ্র সে ময় দানব,
রাজসূয় হ'ত ভারতে যখন
ছিল মহাসভা রতন আসব !

রাজসূয় হ'ত ভারতে যখন
রুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সে গাণ্ডিবী,

প্রেরিলা যজ্ঞেতে নাগেন্দ্র বাসুকী
ধরিয়া গাণ্ডীবে সসিন্ধু পৃথিবী!

ছিল রাজসূয় ভারতে যখন
উরিলা দেবতা ধর্ম্মের সভায়,
আপনি মহেশ লুটিয়া পড়িল
কৃষ্ণ বাসুদেব ভগবান পায়!

হ'ত রাজসূয় ভারতে যখন
ছিল জরাসন্ধ পর্ব্বত প্রতিম,
ছিল সে যখন পর্ব্বত পাতন
পবন নন্দন ভয়ঙ্কর ভীম!

রাজসূয় হ'ত ছিল সে যখন
দর্পী শিশুপাল দীপ্ত হুতাশন,
ছিলা যবে হায়, কৌস্তুভ বিদ্যুতে
নব ঘন শ্যাম নরক মর্দ্দন!

ছিল রাজসূয় গাহিল যখন
কবিকুল গুরু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,

কবিত্ব পয়োধি ভাবের তরঙ্গে
কল্পনা পবনে টলিল যখন!

মন্থিল বীণায় কুরুকুল সিন্ধু,
হইল ঘূর্ণিত বসন মন্দর,
উদিল সুধাংশু ধর্ম্ম সহিষ্ণুতা—
অগ্রজে ভকতি অমৃত সুন্দর!

উদিলা কমলা—পতি নারায়ণ
দুঃশাসণ রাহু হইল দলন,
জ্বলিল গরল দুর্য্যোধন জ্বালা—
গ্রাসিল তাহায় রুদ্র বৃকোদর!

বাজিল বীণায় মহারণ বাদ্য
গজের গর্জ্জন কোদণ্ড টঙ্কার,
ধ্বনিল বীণায় শঙ্খের নিশ্বন
রথের ঘর্ঘর বীর হুহুঙ্কার!

হ'ত রাজসূয় ভারতে তখন
দুস্কৃত দলন লজ্জা নিবারণ,

ভীষ্ম ইষ্টদেব বিপদ বারণ
ছিলা যোগেশ্বর কেশব যখন !

গিয়াছে সে দিন উদিবে না আর !
বাজিবে না আর সে বীণা ঝঙ্কার !
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় নহে আসিবার—
রাজসূয়োৎসব কেন তবে আর !

হায়, গো বিধাতঃ—অপূর্ব্ব ভারতে
সবি কি অপূর্ব্ব হ'বে সংঘটন,
একি পণ্ডশ্রম—একি আড়ম্বর !
একি এ ভারতে অপূর্ব্ব ক্রীড়ন !

বুঝেছি বুঝেছি হায়রে এখন !
বিড়ালের বিভা—হইল যেথায়,
তারি বৃহত্তর খেয়ালের খেলা
বিনা এ ভারত কোথা শোভা পায় !



কবি ;—

হৈলা অন্তর্হিত ভারত জননী,—
যেন বাতোচ্ছ্বাস দূরে মিলাইল,
বিদারি তরঙ্গ ডুবিলা তাপনী
ইন্দ্রপ্রস্থদেবী আঁধারে পশিল !

ফুরাল উৎসব ঝলসি লোচন,
হইল ভারত আবার তেমন,
অনল-কৌতুক-তরঙ্গিনী দল
উচ্ছ্বসি ক্ষণেক নিভিলে যেমন !

জয় জয় এডোয়ার্ড সপ্তম ভূপতি জয় !
অনন্ত মঙ্গল তাঁর করহে মঙ্গলময় !
বিশলা বিপুল আয়ু দেহ তাঁরে ভগবতী !
বীণাযন্ত্রে জয় তাঁর গাওগো ভারতী সতী !
ধন্য হে কর্জ্জন লাট ভারতের প্রতিনিধি !
রাজসূয় স্মৃতিস্তম্ভ ভারতে রাখিলে কীর্ত্তি !

সম্পূর্ণ।